



ইসা ইবনে মরিয়ম কিভাবে দাজ্জালকে হত্যা করবেন?

আবদুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী



সূচিপত্র

বধ্যভূমি থেকে আলোতে.....	3
বর্তমানে জান্নাতে যাবার সহজ উপায়	12
ইসা ইবনে মরিয়ম কিভাবে দাউজ্জালকে হত্যা করবেন.....	18
ইসা ইবনে মরিয়ম বনাম জাতীয়তাবাদ	19
ইসা ইবনে মরিয়ম আসতে আর কত দেরি?.....	20
ইসা ইবনে মরিয়ম কাদের মাঝে নেমে আসবেন?.....	20
খাদ্য হিসেবে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমিদেদের মাধ্যমে জীবন ধারণ.....	23
যুদ্ধ করে ইসা ইবনে মরিয়ম কিভাবে দাউজ্জালকে হত্যা করবেন?.....	29
ইসলামের নামে পীরদের হত্যা করবেন না, বোমা ফুটাবেন না.....	34
খ্রিস্টানদের প্রতি আহ্বান	35
গনতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র.....	37
অমুসলিমদের ভালো কাজের প্রতিদান.....	38
আত্মসম্মান	39
দাউজ্জালের চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার.....	42

পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ এর নামে শুরু করছি

*** এই বইটি সামরিক বাহিনীর অফিসারদের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবার মত একটি বই।

*** বইটি সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত অর্থাৎ পাবলিক প্রপার্টী। যে কেউ বইটি সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন।

*** এই বইয়ে দাজ্জাল সম্পর্কিত সম্পূরক অংশ দেয়া আছে। আমি কারো কাছ থেকে জেনে বই লিখিনি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হাদিস পড়তে গিয়ে, বিভিন্ন তথ্য পাবার পর আমার ব্যাখ্যাগুলো কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। 'মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইটি লেখার সময় ২ টি হাদিস বুঝতে পারছিলাম না- যা এখন বুঝতে পেরেছি - সেই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ বই। পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

*** হাদিস থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ইসা ইবনে মরিয়ম কিভাবে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। রোমাঞ্চকর এবং রোমহর্ষক বর্ণনা।

বধ্যভূমি থেকে আলোতে

বহুদিন পর বাড়ি যাচ্ছি, কেউ চিনতে পারবে কি - না, এত বয়সেও মনে আনন্দ। মনে পড়ছে যখন কলেজ থেকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি যেতাম। বাস স্ট্যান্ডে যখন গাড়িটা ছাড়তো - আহ! কি আনন্দ। ছেলেদের হৈ-চৈ, বাস ছেড়ে দেবার পর সবাই একসাথে গান। কয়েক ঘণ্টার জন্য গাড়ির মালিক আমরাই। ঐ মামা আরও জোরে, আরও জোরে, স্পীড ২২০ চাই মামা। কলেজের মেয়েরাও থাকত আমাদের সাথে। ওদের চিৎকার, " এই না - এত জোরে না, accident হল বলে! বাসের বাউলিতে মেয়েদের চিৎকার। "এই তামিম, স্পীড কমাতে বলবি-", বাসটা কয়েকটা বাউলি দিতেই সূচনার আল্লাদি আবদার, 'আম্মু, হুম্মম্মম্মম, মামা গাড়ি থামাও, আমরা নেমে যাবো'। এবার ছেলেদের মাথা নষ্ট। ওরা নেমে গেলে, মজা অর্ধেক শেষ। "কেন, নামবি কেন? কোন নামা-নামি নাই। - মামা, স্লো, গাড়ি স্লুউ করে দাও, একেবারে গরুর গাড়ি, নতুন বৌ, অত বেশী ঝাঁকি দিও না, মামা।" - "দেখ, ভালো হবে না কিন্তু, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে"। - "তোদের সাথে বাড়াবাড়ির কি আছে? "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে"; যখন চলে যাবো, তখন খুজবি, বুঝলি, খুজবি"। - "তোরা মরলেই বা কি!"

সবার থেকে চাঁদা তুলে - মাঝপথে - মোরগ পোলাও। Ladies first. ছেলেদের জন্য ভাঙ্গা-চোরা মুরগির ঠেং বা শুধু ডিম থাকত। সোনার পিত্তল মূর্তিরা বেছে বেছে নেয়ার পর ডিম-পোলাও খেয়েই তারা খুশী। আহা! মহব্বত কাকে বলে একটু যদি জানত ওরা। কথা বললেই এমন উত্তর দিবে - মনে হবে যেন - খুন্তি দিয়ে কড়াইয়ে খোঁচাচ্ছে। সেই খোঁচায় আমাদের হৃদয়ে রক্ত স্রবণ। স্যার বলতেন, "পরীক্ষার খাতায় কবিতা লিখলে, পাস কিন্তু হবে না, জীবন চলবে না"। কে শোনে, কার কথা -

কোন ছেলের খাতায় কবিতা পাওয়া গেলো, আর জালি বেতের বাড়ি - একটাও মাটিতে পড়েনি, গুণে গুণে ১৩ টা। 'খান সেনা' স্যার মারতেন বেজোড় সংখ্যায়। ওনার এই নাম ছাত্ররা দিয়েছিল, প্রকৃত নাম বলা যাবে না। এখন মনে হয়, স্যারকে যদি এক খানা পাঞ্জাবি কিনে দিতে পারতাম।

বাবা না হলে বাবা তোমার জন্য কি করেছেন - তা বুঝতে পারবে না। যেমনঃ নরেন্দ্র মোদীর স্ত্রী নেই, সন্তান নেই। তিনি কোন দিন স্ত্রীর ভালোবাসা পাননি, স্ত্রীকে ভালোবাসা দেননি; সন্তানকে ভালোবাসেন নি, সন্তানের ভালোবাসা পাননি - তাই তিনি খুব সহজেই মুসলিমদের বাড়ি -ঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন, একটি শিশুকে ঘর ছাড়া পথ শিশু করে দেন। ভারত একটা failed state. এত বড় দেশ - একটা উন্নত ফাইটার বানাতে পারে না - ফ্রান্স থেকে কিনে আনে আবার এটা নিয়েই গর্ব করে - লজ্জার বিষয় নিয়ে গর্ব করা জাতি হচ্ছে বর্তমানের ভারতীয়রা। ভারত নামের গাছটির সকল শিকড় কেটে ফেলেছেন মোদী, এখন গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে - আর ভারতীয়রা বলছে, 'বাহ বাহ! মোদী আমাদের ভারত নামের গাছটিকে কত সুন্দর করেছেন', কিছু বছর পর গাছটি যে মরে যাবে - এটা তারা বুঝছে না কারণ শিকড় তো মাটির নিচে থাকে - ওটা কাঁটা পড়লে বাহির থেকে দেখা যায় না। ওরা প্রতিযোগিতা করে পাকিস্তানের সাথে - যে জাতির সেনাবাহিনী ইমরান খানের মত নেতাকে জেল দেয় সে জাতির কথা চিন্তা করাও তো লজ্জাজনক।

মানুষের জীবনে যখন চাওয়া-পাওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তখন সে অতীত খুঁজে বেড়ায়। মাত্র ২২ বছর বয়সেই আমার জীবনের ৮০ বছর শেষ হয়ে গিয়েছিল।

- ওর সমস্যা হচ্ছে, ও ভয় পায়।

ডাক্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চেহারা ভাব-লেশহীন। রাত্র ১২ টা পর্যন্ত বহু মানসিক রোগী দেখেছেন তিনি। হয়তো ক্লান্ত।

- আচ্ছা। তুমি কোন জিনিসটাকে ভয় পাও?

- আমার মনে হয়, যদি বাসে আমাকে কেউ পকেটমার মনে করে মারে, যদি কেউ আমাকে রাস্তায় ছিনতাইকারী মনে করে মারে, যদি সরকার দলীয় লোক আমাকে প্রতিপক্ষ মনে করে মারে, যদি পুলিশ বা রেব আমার পকেটে ইয়াবা ঢুকিয়ে দিয়ে থানায় নিয়ে মারে।

- তোমাকে কি কেউ কখনো মেরেছে? যেমনঃ বাবা- মা?

আমার আন্মা বললেন, ওর জীবনে একটা এক্সিডেন্ট আছে। ওকে রেব ধরে নিয়ে গুম করে রেখেছিল। তারপর ৬-৭ মাস কোন খোঁজ খবর নাই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম।

- আচ্ছা ওকে বলতে দিন। তুমি বল – কি হয়েছিল।

- আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, খিলগাঁও রেল ক্রসিং। হটাত ৪-৫জন আমাকে গাড়িতে তুলে নিল। মাইক্রোবাসে, মাথায় জম টুপী পড়িয়ে দিলো। তারপর গাড়ির ভিতরেই চারিদিক থেকে কিল-ঘুশি-লাগ্নি। কোন দিক থেকে যে আসছে বুঝার উপায় নেই। আর হুমকি, তোর জীবন শেষ, আর কোন দিন দুনিয়া দেখতে পারবি না, আজকেই তোকে শেষ করে দিবো।

- একটু সংক্ষেপে বল। অনেক রোগী অপেক্ষা করছে তো।

- তারপর ওরা আমাকে একটা ৫ ফুট বাই ৮ ফুটের রুমে নিয়ে রাখল। হাতে হ্যান্ডকাফ থাকত ২৪ ঘণ্টা। দুই দিন পর আমাকে অন্য একটা বড় রুমে নিয়ে বসাল। রুমে শুধু একটি টেবিল, দুইটি চেয়ার। রুমে অনেক বড় বড় লাঠি - ৪-৫ ফুটের হবে। রুমে নির্যাতনের না না রকম সরঞ্জাম – দেখেই আমার হাত-পা ভয়ে কাঁপতে লাগলো।.....।

৩ বছর ট্রিটমেন্টে ছিলাম। ঔষধ খেয়ে লাভ নেই, ওটা সারা জীবন খেতে হয়। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া শুরু করলাম। কিন্তু আমার রোগ গেলো না। অকারণ ভয়, খালি মনে হত, আমাকে মারবে, কেন মারবে? তার কোন উত্তর নেই, চরম মানসিক অসুস্থতা। জীবন চালানো কঠিন। কেউ একজন বলেছিলো, আপনি কোরআন বুঝে বুঝে পড়ুন। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

"আমি কোরআন নাখিল করেছি - যারা বিশ্বাস বলে কিছু আছে এটা বিশ্বাস করে (*) - তাদের জন্য চিকিৎসা এবং দয়া হিসেবে। কিন্তু এটা (কোরআন) অত্যাচারীদের জন্য ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (কোরআনঃ সূরা ইসরাঃ৮২)

কিন্তু তার কথা আমি অনেক দিন বিশ্বাস করিনি। দেখা হলে জিজ্ঞেস করত, আপনার রোগ গিয়েছে? আমি বলতাম – না। উনি বলতেন, আপনি কি কোরআন বুঝে বুঝে পড়েছেন? আমি বলতাম, "না"। - "তাহলে, রোগ যাবে কিভাবে? আপনি কি আল্লাহ এর কথা বিশ্বাস করেন না?"

আমি বলতাম, "আমি জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। তাহলে, আমার রোগ যাচ্ছে না, কেন? কোরআন বুঝে বুঝে পড়ার চেয়ে নামাজ পড়া কি বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়?" উনি বলতেন, "যে রোগের যে ট্রিটমেন্ট তা তো আপনি গ্রহন করছেন না -তাহলে রোগ যাবে কিভাবে?"

সত্যি কথাটা হচ্ছে, আমি তখন কাউকেই বিশ্বাস করতাম না। বিশ্বাস বলতে কিছু একটা যে আছে তাই আমার ভিতরে আর ছিল না। জীবন যখন আর চলে না তখন অবিশ্বাস নিয়েই একদিন কোরআন বুঝে বুঝে পড়া শুরু করলাম। কিন্তু পড়তে ভালো লাগে না, তাই শোনা শুরু করলাম। English Translation. আল্লাহ আমার ভালো চেয়েছিলেন তাই তিনি আমাকে Bangla translation বাদ দিয়ে English Translation শুনিয়েছিলেন। বাংলা অনুবাদে কোরআন পড়ে বুঝা অসম্ভব। আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। যাদেরকে আমাদের দেশে বিখ্যাত আলেম বলা হয়, যাদের কথা শুনলে আপনারা অজ্ঞান হয়ে যান – তারা না জানে আরবী, না জানে বাংলা। বাংলা ভাষায় খুব দক্ষ না হলে আপনি কোরআনের ভাবানুবাদ করতে পারবেন না। কোরআনকে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে আপনার বাংলা ভাষার একজন প্রফেসরের সমান জ্ঞান লাগবে এবং একই সাথে আরবির একজন প্রফেসরের সমান জ্ঞান লাগবে, হাদিস জানতে হবে, হাদিসে এই শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে -সেটা জানতে হবে। এই সব কোন জ্ঞানই আমাদের বাংলা অনুবাদকদের মধ্যে নেই। বাংলাদেশে এ রকম লক্ষ লক্ষ মূর্খ পাবেন – যারা ২৫-৩০ বার কোরআন পুরোটা পড়ে শেষ করেছে কিন্তু একবারও কোরআন বুঝে বুঝে পড়ে নাই। যে সকল আলেম আরবি ভাষা জানার দাবী করেন, তারা একটি আরবি শব্দের কয়টি প্রতিশব্দ জানেন? সম্পূর্ণ মূর্খ জাতি আমরা। আমাদের না আছে টেকনোলজির জ্ঞান, না আছে কোরআনের জ্ঞান।

আমি কোরআনের কিছু আয়াতের যে অর্থ লিখি তা আপনারা কোন অনুবাদেই খুঁজে পাবেন না।

(*) সূরা ইসরাঃ৮২ নাম্বার আয়াতের অর্থ আপনারা অন্যান্য অনুবাদে পাবেন, "আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মুমিনদের (বিশ্বাসীদের) জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"

এখন একজন খ্রিস্টান তো মুমিন নয় তাহলে তার মনে রোগ হলে, তার চিকিৎসা কোরআনে নেই – এই কথাই তো দাঁড়াচ্ছে। অনুরূপে সূরা বাকারার ২ নাম্বার আয়াতের অনুবাদ পাবেন, "এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের (বিশ্বাসীদের) জন্য পথ নির্দেশ।" (সূরা বাকারাঃ ২)

সূরা বাকার ২ নাম্বার আয়াতের এই অর্থ যদি গ্রহন করা হয় তাহলে একজন খ্রিস্টানের জন্য তো কোরআনে কোন পথ নির্দেশ নেই কারণ বলাই হচ্ছে, এটা হচ্ছে, বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ। একজন খ্রিস্টান তো মুত্তাকি নয়, বিশ্বাসী নয়।

তাহলে, একজন খ্রিস্টান তো সূরা বাকার ২য় আয়াত পড়ার পড়ই কোরআন পড়া - বাদ দিবে কারণ তার জন্য তো কোরআনে কোন পথ নির্দেশ নেই। তাহলে, কি বুঝলেন, কোরআন বুঝতে আলেম সমাজ ভয়াবহ ভুল করেছেন যে কারণে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং এই জাতিকেও পথ ভ্রষ্ট করেছে। মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এই কথা বিশ্বাস করে যে, "বিশ্বাস বলে কিছু একটা আছে"। বিশ্বাস হচ্ছে এমন কিছু যাতে কোন যুক্তি-তর্ক নেই, কোন লজিক নেই। বিশ্বাস বলে কিছু একটা আছে - এই কথা যে বিশ্বাস করে সে হচ্ছে মুমিন। আল্লাহ বলছেন, যারা বিশ্বাস বলে কিছু একটা আছে - এই কথা মানে এবং বিশ্বাস করে তাদের জন্য কোরআন হচ্ছে পথ নির্দেশ। আপনি যদি বিশ্বাস বলে কিছু একটা আছে - এই কথা না মানেন বা বিশ্বাস না করেন তাহলে কোরআন আপনার জন্য পথ নির্দেশ নয়। এই ক্ষেত্রে, কোরআন আপনাকে পথ দেখাবে না। তুমি কি তোমার আঁম্মুকে বিশ্বাস করো? হ্যাঁ করি। তাহলে তুমি একজন মুমিন। তোমাকে কোরআন পথ দেখাবে।

আগুনে পুড়বে শুধুমাত্র তারা যারা প্রকৃত অর্থে 'বিশ্বাস' বলে কিছু একটা আছে - এটা মানে না বা বিশ্বাস করে না। এই বিষয়টা আপনি ইংলিশে ভালো বুঝতে পারবেন, আপনার ভিতরে faith থাকলে আপনাকে কোরআন পথ দেখাবে আর সেই পথে এগিয়ে গিয়ে আপনি হয়ে উঠবেন একজন Believer. অনুবাদের এই পার্থক্যটা কোরআনের English অনুবাদে কিছুটা বুঝা যায়। বাংলা অনুবাদ পড়ে আপনি কোরআন - বুঝে বুঝে পড়ার মজা - খুবই কম পাবেন। আমি তো বাংলা অনুবাদ পড়ে কোন মজাই পাই না। কি লিখসে - এই গুলা ? আল্লাহ কি এই কথা বলেছেন? হায়রে ভণ্ড, মূর্থ বাংলার 'আলেম সমাজ'। জীবনে কোন দিন জ্ঞান অর্জন করলে না - শুধু মাদ্রাসায় পড়লেই আলেম, মুফতি আর মুহাদ্দিস। তারপর কোরআন বেচে জীবন ধারণ বা যাকে তাকে আব্বা-আম্মা ডেকে।

যে ছেলে তার প্রেমিকাকে বিশ্বাস করে সে একজন মুমিন, তার ভিতরে faith আছে। কিন্তু সে এখনো believer (মুমিন) হয়নি। কোরআন এই রকম ছেলেদের পথ দেখাবে। কিন্তু যে ছেলে বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও কোন নারীর সাথে প্রেম করে, তার ভিতরে বিশ্বাস (faith) নেই - তাকে কোরআন পথ দেখাবে না। এই ছেলেটি ঐ নারীর সাথে প্রতারণা করছে। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং ভালোবাসি।

ভালোবাসা একজন মুমিনের অবিচ্ছিন্ন অংশ। আল্লাহ এর রসূল সাঃ উনার স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুর পরও - যদি বাসায় ভালো কিছু রান্না হত তাহলে তা খাদিজার বান্ধুবীদের বাসায় পাঠিয়ে দিতেন। এটা কি? স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা। আল্লাহ এর রসূল সাঃ উনার স্ত্রী আয়েশার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় মারা যান। যখন আমরা আমাদের চেয়ে বয়সে ২০ বছরের বড় কোন নারীকে বিয়ে করাটাকে একদম স্বাভাবিক বিষয় মনে করি তখন এই কথা শুনলে এই সমাজের মাথা নষ্ট হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে না যে - ভালোবাসার মাধ্যমে ঐ ছেলে ঐ নারীর সমান হয়েছে। এই সমাজের মানুষ সারাদিন রোমান্টিক গান শুনবে, ভালোবাসার নাটক, মুভি দেখবে কিন্তু Love কাকে বলে - সেটাই তারা জানে না। Love হচ্ছে হৃদয়ের এমন একটি শক্তি যা সকল ধরণের difference কে সমান করে দেয়।

এক লোক নবীর কাছে এসে বললেন, "কিয়ামত কবে হবে?" নবী তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছ?" উত্তরে লোকটি বলল, " কিছু না, তবে আমি আল্লাহ এবং তার রসূলকে ভালবাসি"। নবী সাঃ বললেন, "যে যাকে ভালোবাসে সে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে"। হাদিসের বর্ণনাকারী আনাস রাঃ বলেন, সেদিন আমরা খুব খুশী হয়েছিলাম, সেদিন থেকে আমি নবী, আবু বকর, ওমরকে ভালোবাসি, আমি আশা করি, আমি (আখিরাতে) তাদের সাথে থাকবো যদিও আমার কাজ তাদের মত নয়। (তথ্য সূত্রঃ সাহিহ বুখারিঃ ৩৬৮৮)

তাহলে, কি বুঝা গেলো? ভালোবাসা আপনি যা পাবার যোগ্য নন – তাও আপনাকে পাইয়ে দিবে। Love এমন সব difference কে সমান করে দিবে যা আপনি অন্য কোনভাবেই করতে পারতেন না। আর Love যেন কোথা থেকে আসে? হৃদয় থেকে। বিশ্বাস কোথায় থাকতে হবে? হৃদয়ে।

রেবের কাছে আমি ছিলাম wrong number. তারা যখন আমাকে ধরেছিল তখন আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতাম না। শুধু জুম্মার নামাজ পড়তাম। তারা আমাকে যা করার করেছে। আমার মানসিক রোগের নাম ছিল PTSD (post traumatic stress disorder). এই রোগীরা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে আতংকে ভুগে। বার বার ঐ অভিজ্ঞতাগুলো তাদেরকে ছিঁড়ে-কুঁড়ে খায়। যখন আমি কোরআনের English অনুবাদ কিছু কিছু শোনা শুরু করলাম, আমার রোগ এক দিনেই ভালো হয়নি কিন্তু আমার মনে নতুন নতুন চিন্তা ঢুকতে শুরু করল। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে থাকলাম। আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ কোরআনে অনেক শাস্তির কথা বললেও তিনি আসলে আমাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসেন। যেমনঃ আল্লাহ বলেছেন যে, "ভুলেও ভাবিও না যে আল্লাহ তার ওয়াদা ভাঙবেন"। কোরআন, হাদিস পড়ার সময় আপনি বুঝতে

পারবেন - আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। অবস্থা এমন হবে যে, আপনি চিন্তা করবেন, যে আমাকে এত ভালোবাসে -সে আমাকে শাস্তি দিবে কিভাবে? তাই, আল্লাহ স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ওয়াদা ভাঙবেন না। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, আমার সকল বান্দাকে কি জাহান্নাম থেকে বের করা হয়েছে? ফেরেশতারা জবাব দিবেন, জি, তবে তারা ছাড়া যাদেরকে কোরআন আটকে রেখেছে। কোরআনে আল্লাহ এর ওয়াদা আছে। আপনাকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তো ওয়াদা ভঙ্গকারি হবেন না, অন্যায় বিচারক হবেন না।

যে কঠিন, ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে গুম ঘরে বা অন্য কোন মাধ্যমে তা দূর করতে হলে আপনার হৃদয়কে ঐ অভিজ্ঞতার চেয়ে আরও বেশী শক্তিশালী ভালোবাসার এবং জ্ঞানের অভিজ্ঞতা দিতে হবে যা কোন মানুষ আপনাকে দিতে পারবে না। এই ধরণের গভীর এবং শক্তিশালী ভালোবাসা ও জ্ঞান আপনি পেতে পারেন - একমাত্র আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে কারণ তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন-ই ভালোবাসা দিয়ে এবং তিনিই আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন সকল ফেরেশতাকে আপনাকে সিজদাহ করতে বলে। এখন আল্লাহ এর সেই শক্তিশালী, গভীর ভালোবাসা ও জ্ঞান আপনি খুঁজে পাবেন কোরআনে। এজন্য আপনাকে অবশ্যই কোরআনের প্রতিটি আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে হবে। যারা নির্যাতিত চোখ দিয়ে কোরআন বুঝে বুঝে পড়বেন তারা অনুভব করতে পারবেন যে, কোরআনের আয়াতগুলো আপনাকে আদর করে দিচ্ছে, আপনার হৃদয়ের ব্যথাগুলোকে দূর করে দিচ্ছে। যারা নির্যাতিত হয়েছেন বা যারা কোরআন বুঝতে চান তারা Quran.com এ যাবেন, ঐখানে সেটিং -এ দেখবেন translation নামে একটি অপশন আছে, সেখান থেকে English বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদের অপশন দেয়া আছে, তাদের সবার অপশনে টিক দিলে প্রতিটি আয়াতের অনেকগুলো অর্থ আসবে। সবগুলো অনুবাদ পড়লে দেখবেন - একই আয়াতের অনেক রকম অর্থ আছে। এভাবে আপনার কোরআন বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। যারা English বুঝেন না তারা বাংলা অনুবাদ পড়বেন। কোরআন ডট কমে ৪ টি বাংলা অনুবাদ দেয়া আছে।

কোরআন বুঝে পড়তে পড়তে - কখন আমার রোগ চলে গেছে - আমি বুঝতে পারিনি। এটা এমন নয় যে, একদিন সকালে উঠে দেখলাম আমি সুস্থ। এটা কমে কমে ধীরে ধীরে চলে যাবে। আমার ক্ষেত্রে ১-২ বছর সময় লেগেছিল। আমি অবশ্য প্রতিদিন পড়তাম না, মাঝে মধ্যে পড়তাম কারণ আমি অবিশ্বাস নিয়ে কোরআন পড়া শুরু করেছিলাম। নিতান্ত অবিশ্বাস নিয়ে কোরআন বুঝে বুঝে পড়া শুরু করে এখন আমি বিশ্বাস করি, কোরআন আসলেই শিফা তাদের জন্য যারা তাদের ভালোবাসার নারীকে বিশ্বাস করে বা বন্ধুকে বিশ্বাস করে বা বাবা-মাকে বিশ্বাস করে অর্থাৎ

যারা মুমিন অর্থাৎ একজন বিশ্বাসী খ্রিস্টান বা ইহুদী যদি কোরআন বুঝে বুঝে পড়ে তাহলে কোরআন তাকে পথ দেখাবে এবং তার সকল রোগ দূর করে দিবে এবং শিরক, কুফরের চেয়ে বড় কোন মনের রোগ তো পৃথিবীতে নেই।

কোরআনকে যদি শারীরিক কোন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজে লাগাতে চান তাহলে এই ক্ষেত্রে কোরআন আরবীতে অর্থাৎ মূল কোরআন পড়তে হবে, পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, কোরআন তিলাওয়াতের সময় যেন আপনার ঐ অঙ্গে চাপ পড়ে বা ঐ অঙ্গটিও কোরআন তিলাওয়াতে অংশগ্রহণ করে। সাধারণত ক্লারিগণ যেভাবে কোরআন তিলাওয়াত করেন সেভাবে তিলাওয়াত করলে শরীরের প্রচুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোরআন তিলাওয়াতে অংশগ্রহণ করে। কোরআন তিলাওয়াতের সময় যদি আপনার অসুস্থ অঙ্গে চাপ পড়ে তাহলে বুঝবেন, আপনার ঐ অঙ্গটির চিকিৎসা কোরআনের মাধ্যমে চলছে আর কোরআন তিলাওয়াতের সময় যদি ঐ অসুস্থ অঙ্গে চাপ না পড়ে তাহলে আপনার ঐ অঙ্গের কোন চিকিৎসা কোরআনের মাধ্যমে হচ্ছে কি না- এই ব্যাপারে আমি সন্দিহান। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত কোন ক্লারির কোরআন তিলাওয়াত মোবাইল বা কম্পিউটারে ছাড়বেন, তারপর উনি যেভাবে টেনে টেনে কোরআন পড়েন, সেভাবে পড়বেন, একদম same to same যেন হয়। এক আয়াত শুনবেন- এক আয়াত পড়বেন। এতে শরীরের প্রায় সকল অঙ্গই কোরআন তিলাওয়াতে অংশগ্রহণ করে। আমাদের দেশের ছয়রদের তিলাওয়াত কিন্তু সে রকম নয়। ওদের মত তিলাওয়াত করলে কোন চিকিৎসা হবে না বলেই মনে করি। আর মনের রোগের জন্য কোরআন বুঝে বুঝে পড়তে হবে।

মুমিনের এই ব্যাখ্যা শুনে 'আলেম সমাজের' মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের জন্য -

"বলুন, 'হে নবী,' "হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা অনুসরণ না করলে তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই।" আর 'হে নবী' আপনার প্রতি আপনার রবের বানী তাদের অনেককে কেবল পাপাচার ও অবিশ্বাসের পথে আরও এগিয়ে দেবে। সুতরাং যারা **অবিশ্বাস** করে, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না। (৬৮) **নিশ্চয়ই** যারা বিশ্বাস করেছে, যারা ইহুদি, সারীয়া এবং খ্রিস্টান—তাদের মধ্যে যে-কেউই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) (কোরআনঃ সূরা মায়দাঃ ৬৮-৬৯)

আল্লাহ বলছেন যারা খ্রিস্টান, ইহুদী তারা যে বাইবেলকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী চলতে অর্থাৎ বাইবেল অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাতে, বিচার ফয়সালা করতে। যদি তারা সেটা না করে তাহলে তাদের বাইবেলের প্রতি বিশ্বাসের দাবীও - মিথ্যা দাবী। তারা আসলে বাইবেলেও বিশ্বাস করে না। তারা কোন কিছুই বিশ্বাস করে না। যে সকল ইহুদী, সারীয়া, খ্রিস্টান আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং পরকালে বিশ্বাস করবে তাদের কোন ভয় নেই। এখন যদি তারা আল্লাহকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে কিন্তু ইসাকে আল্লাহ এর পুত্র বলে বিশ্বাস করে, তাহলে কি হবে? যদি তারা আসলেই তা বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে যদি বিশ্বাস বলে কিছু থাকে তাহলে তারা কালিমা গ্রহন করবে এবং মুহাম্মাদ এর উপর আনবে। তখন তারা ইসাকে আল্লাহ এর পুত্র বলে অস্বীকার করবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে সকল খ্রিস্টান, ইহুদী আখিরাতে জাহান্নামে যাবে তারা কোন কিছুই বিশ্বাস করত না। বাইবেলকেও তারা বিশ্বাস করত না। ইসলামী শরিয়া আইনের কথা বললে যারা ভয় পান তারা বাইবেলের শরিয়া আইনের কথা শুনলে স্ট্রোক করবেন। আসলে তাদের মধ্যে বিশ্বাস বলে কোন শব্দই নেই। তারা তাদের আলেমদের ধোঁকায় পড়েছে আর আমরা পড়েছি আমাদের আলেমদের ধোঁকায়। আমাদের আলেমরা বলে যে, তারা কোরআনে বিশ্বাস করে। তাদেরকে ডিজেন্ডেস করুন, কোরআনে কোথায় গনতান্ত্রিক সংবিধানের অধীনে নির্বাচন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে? খ্রিস্টান, ইহুদী আলেমদের সাথে এই সমাজের মুসলিম আলেমদের কোন পার্থক্য নেই। তারা কিতাবে যা নেই তা নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে নিয়ে আসে আর দাজ্জালের বাহিনী তাদের ধোঁকায় পড়ে আমাদের পিটায়।

*** সূরা মায়েদার ৬৯ নাস্বার আয়াতের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে অনেক খ্রিস্টান, অমুসলিম বলেন যে, খ্রিস্টান, ইহুদী, সারীয়াও জান্নাতে যাবে। আল্লাহ বলছেন, হ্যাঁ তোমরা জান্নাতে যাবে যদি তোমরা বাইবেল অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাও, বিচার- ফয়সালা করো; অর্থাৎ তোমাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী যদি তোমরা রাষ্ট্র চালাও, বিচার- ফয়সালা করো, ইত্যাদি। তাহলে বুঝা যাবে যে, তোমরা যে বিশ্বাসের দাবী করো তা আসলেই তোমাদের ভিতরে আছে। এটা আল্লাহ এর একটা চ্যালেঞ্জ, আল্লাহ তাদের কাছে প্রমাণ করে দিলেন যে, তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকেও বিশ্বাস করে না - যদি তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করতোই তাহলে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী রাষ্ট্র চালায় না কেন? বিচার- ফয়সালা করে না কেন?

শেষ কথা হচ্ছে, বিশ্বাস বলে কিছু যদি আপনার ভিতরে থেকে থাকে তাহলে কোরআন আপনাকে পথ দেখাবে এবং আপনি কোরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন, কালিমা গ্রহন করবেন। আরবি কালিমার বর্তমানে বাংলা অর্থ (ব্যাখ্যা) করলে তা হয়ঃ আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার

অধিকার নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই, গণতন্ত্র শিরক, পিরতন্ত্র শিরক। মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর গোলাম এবং আল্লাহ এর দূত।

যদি কেউ তার বাবা- মাকে বা বন্ধুকে সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে কোরআন তাকে পথ দেখাবে এবং তিনি এই কালিমা গ্রহন করবেন এবং জান্নাতে যাবেন। ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে হলেও এটাই হবে তার নিয়তি।

বর্তমানে জান্নাতে যাবার সহজ উপায়

দাজ্জালের দ্বারা আক্রান্ত একজন মানুষ (মুসলিম) জান্নাত থেকে শুধু এতটুকু দূরে যে, উনারা এই কালিমা গ্রহন করবেন যে, "আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই, গণতন্ত্র শিরক, পিরতন্ত্র শিরক; মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর গোলাম এবং আল্লাহ এর দূত"। এরপর আপনি শিরকে কখনো ফিরে যাবেন না। গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু না বলতে পারেন, গনতন্ত্রের পক্ষে কিছু বলবেন না।

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে করা - আপনার জীবনে একটি ভালো কাজ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। যেমনঃ কোন বিশ্বাসীকে তার বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন করা হচ্ছে - আপনি এর বিরুদ্ধে বললেন বা কালিমার অর্থ বুঝিয়ে আপনার স্ত্রীকে বললেন বা আপনার সন্তানকে বললেন বা কোন বিশ্বাসীকে গণতন্ত্রবিহীন এবং পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ২০০ টাকা দিলেন। আল্লাহ চাইলে, যদি কালিমা ঠিক থাকে তাহলে এই রকম একটি ভালো কাজ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সারা জীবনে - এই রকম একটি ভালো কাজ করা কি খুব কঠিন? সালাত (নামাজ)? কালিমা গ্রহন করার পর আপনি নামাজ পড়বেন না - এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। নামাজ তো অবশ্যই পড়ব। সওম (রোজা)? যতগুলো পারেন - রাখবেন, বাকীগুলোর জন্য ফিদিয়া দিয়ে দিবেন, ফিদিয়া দিতে না পারলে, যা পারেন - দান করে দিবেন। যেমনঃ ৫ টি রোজা রাখেন নি। আপনার দান করার সামর্থ্যই আছে ১০ টাকা। ১০ টাকা দান করে দিবেন। এটাই যথেষ্ট। দান করার জন্য ১০ টাকাও নেই। দান করা লাগবে না। আল্লাহ এমনি এমনি মাপ করে দিবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আমরা যখন নবী (সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।" আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে। সে উত্তর দিল, "রোজা থাকা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি।" আল্লাহর রাসূল

(সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি একজন দাসকে মুক্ত করার সামর্থ্য রাখো?" সে নেতিবাচক উত্তর দিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এক নাগারে (বা একটানা) দুই মাস রোজা রাখতে পারবে?" সে নেতিবাচক উত্তর দিল। নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ষাটজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখো?" সে নেতিবাচক উত্তর দিল। নবী (সাঃ) চুপ করে রইলেন এবং আমরা যখন সেই অবস্থায় ছিলাম, তখন নবী (সাঃ)-এর কাছে খেজুর ভর্তি একটি বড় ঝুড়ি আনা হলো (যা নবীকে অন্য কেউ উপহার হিসেবে দিয়েছে)। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "প্রশ্নকারী কোথায়?" সে উত্তর দিল, "আমি (এখানে)।" নবী (সাঃ) তাকে বললেন, "এই খেজুরের ঝুড়িটি নাও এবং দান করে দাও।" লোকটি বলল, "আমি কি এটা আমার চেয়েও গরীব কোনো ব্যক্তিকে দেব? আল্লাহর কসম, এর (অর্থাৎ মদিনার) দুই পাহাড়ের মাঝে আমার চেয়ে গরীব কোনো পরিবার নেই।" নবী (সাঃ) এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর সামনের দাঁতগুলোও দেখা যাচ্ছিল এবং তারপর বললেন, "এটা দিয়ে তোমার পরিবারকে খাওয়াও।" (সহীহ আল-বুখারী ১৯৩৬)

চিন্তা করে দেখুন, ঐ ব্যক্তি নবীর সাঃ কাছে গিয়েছিল, সে সওম ভেঙ্গে ফেলেছে এমন ভাবে - যার জন্য অনেক কঠিন কাফফারা দেয়ার নিয়ম আছে কিন্তু সে যেহেতু ঐ সকল কাজগুলো করতে অপারগ, তাই শেষ পর্যন্ত সে নিজেই এক ঝুড়ি খেজুর তার পরিবারের জন্য পেয়ে গেলো। তাহলে, কি বুঝা গেলো, সওম না রাখলে বা সওম ভেঙ্গে ফেললে সর্বনিম্ন কাফফারা হচ্ছে যা পারো দান করো, দান করার সামর্থ্য না থাকলে সেটাও করতে হবে না। আল্লাহ দেখবেন আপনার হৃদয়। আপনি সৎ কি না, সত্যবাদী কি না - সেটাই আসল বিষয়।

আপনি যে ইসলাম গ্রহন করেছেন তা কাউকে বলার ও দরকার নেই। নির্যাতন, বিপদের আশংকা থাকলে, আপনার ইসলাম গ্রহন গোপন রাখুন, কিন্তু শিরক থেকে বেচে থাকবেন।

আল্লাহ চাইলে, কঠিন কঠিন গুনাহে ভরা আমলনামার বিপরীতে শিরকমুক্ত কালিমা এবং সারা জীবনে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে করা একটি ভালো কাজ আপনাকে জান্নাতে নেবার জন্য যথেষ্ট হবে কারণ আপনি জান্নাতে যাবেন আল্লাহ এর দয়ায়, আপনার ভালো কাজের বিনিময়ে নয় (তথ্য সূত্রঃসাহিহ মুসলিম ২৮১৮ক/৯)। তবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আপনাকে সারা জীবনে অন্তত একটি ভালো কাজ করতে হবে - তা যত ছোটই হোক না কেন। আমি এত বছর এই পথে হেটে এটাই জেনেছি, এটাই পেয়েছি, এটাই শিখেছি। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

একদা আল্লাহ এর রসূল সাঃ এক ব্যক্তির জানাজা দিতে যাচ্ছিলেন, উনার সাথে ওমর রাঃ ছিলেন। ওমর রাঃ বার বার নবীকে সাঃ উক্ত ব্যক্তির জানাজা দিতে নিষেধ করলেও নবী সাঃ ওমরের কথা শুনলেন না। জানাযা দেয়া শেষে নবী আগত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেউ কি এই (মৃত) ব্যক্তির সম্পর্কে একটি ভালো কথাও জানো (একটি ভালো কাজ - যা সে করেছিল)? কেউ কিছু বলল না, কেউ উঠে দাঁড়াল না। কিছুক্ষন পর এক লোক বললেন, আমি উক্ত মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে একটি ভালো কাজের কথা জানি - যা সে করেছিল। উক্ত মৃত ব্যক্তি একদা মরুভূমিতে একদল মুসাফির লোকের মেহমানদারী করেছিল। মুহাম্মাদ সাঃ বললেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছিঃ 'উক্ত মৃত ব্যক্তি জান্নাতী'। (হাদিসটি নিজের ভাষায় বললাম) (সাহিহ হাদিস)

যার সম্পর্কে অতজন লোকের মধ্যে মাত্র একজন - উক্ত লোকের সম্পর্কে কেবল একটি ভালো কাজের কথা জানেন। যার জানাযা দিতে ওমর রাঃ নবীকে নিষেধ করেছিলেন। তথাপি একটি ভালো কাজ-ই তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। উনি কি নামায পড়তেন না ? নিশ্চয়ই, পড়তেন। নবীর সাঃ সময়ে নামায এবং যাকাত সব মুসলিম আদায় করতেন।

আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোন ভালো কাজ করেনি - তার ইমান আনা - তার কোন কাজে আসবে না। এখন মানুষ ভালো কাজ কাকে বলে - তা জানে না। নামাজ, রোজা, হাজ্জ, দান - সদকা কি - জানে না। এখন আলেম সমাজ বলবেন, "কি, আমরা নামাজ কি তা জানি না - এত বড় কথা?" নামাজ কি - তা আপনারা জানেন না বলেই তো - নামাযে বুকে হাত বাধা আর নাভির নিচে হাত বাধা এবং সূরা ফাতিহা পড়া শেষে 'আমিন' জোরে বলা বা আস্তে বলা নিয়ে তর্ক -বিতর্ক জুড়ে দেন। বিতর্কের বড় বড় 'বাহাস' আয়োজন করেন। অনেক সময় আপনাদের মধ্যে এই সব বিষয় নিয়ে জুতা ছুড়া-ছুঁড়ি, মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়।

ইনশা-আল্লাহ, একজন ব্যক্তি যদি বর্তমান সময়ে, কালিমা জেনে-বুঝে গ্রহন করে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তার সামর্থ্য ও জ্ঞান অনুযায়ী পড়ে, রোজা যতগুলো পারে রাখে এবং তার সারা জীবনে শিরকমুক্ত (গনতন্ত্রমুক্ত ও পীরতন্ত্রমুক্ত) ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, একটি ভালো কাজ করে তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন। তাকে অবশ্যই শিরক-মুক্তভাবে মৃত্যু বরণ করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বলতে আমি শুধু ফরয নামাজ বুঝাচ্ছি। অর্থাৎ আপনি শুধু ফজরের ২ রাকাত ফরয, যোহরে ৪ রাকাত ফরয, আসরে ৪ রাকাত ফরয, মাগরিবে ৩ রাকাত ফরয, এশার ৪ রাকাত ফরয নামাজ পড়লেই হবে। মাঝে মাঝে বিতরের তিন

রাকাত নামাজ পড়বেন। এত টুকুই যথেষ্ট। যদি ফযরে ঘুম থেকে উঠতে না পারেন তাহলে যখন উঠবেন তখনই অন্য যে কোন কাজের আগে ফযরের নামাজ পড়ে নিবেন, সকাল 10:30 am এর আগে পড়লেই হবে। শর্ত হচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ফরজ নামাজ পড়তে হবে তারপর অন্য কাজ। অবশ্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ফজরের নামাজ ফযরের ওয়াক্তেই (সূর্যোদয়ের আগে) পড়তে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু যদি ঘুম থেকে উঠতে না পারেন, তাহলে এই নিয়ম। কিন্তু আমি তো একটানা ৬ মাস ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু ফযরের নামাজ সূর্যোদয়ের পড়ে পড়ছি, এই ধরুন, বেলা ৮ টার দিকে। - সমস্যা নাই। পড়তে থাকুন। যেটা করছেন তার চেয়ে যেন কম না হয়। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, এখন আপনি বেলা ৮ টার জায়গায় ৯ টায় চলে গেছেন। যতটুকু করছেন অন্তত ততটুকু ধরে রাখুন। আল্লাহ চাইলে, এটাই যথেষ্ট হবে।

"ঘুমের ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি (গুনাহ) নেই। অবহেলা (সম্পর্কিত গুনাহ) কেবল তার জন্যই, যে পরবর্তী নামাযের সময় না আসা পর্যন্ত নামায আদায় করে না" (সুনান আন-নাসাঈ ৬১৫)

তাহলে যে প্রতি ওয়াক্তে সুনত নামাজ আছে - সেগুলো পড়ব না? আসলে ঐ নামাজগুলো নফল নামাজ যা আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সারা জীবন পড়েছেন কিন্তু কাউকে পড়তে নির্দেশ দেন নি বা কাউকে পড়তে বলেন নি। আপনার ইচ্ছা হলে পড়তে পারেন, নেকি পাবেন - না পড়লেও কোন সমস্যা নেই। ইনশা-আল্লাহ, এইটুকু করলে, আপনি জান্নাতে যাবেন। আপনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করতে না পারেন, মনে মনে এই নিয়ত রাখবেন যে, যখন-ই আমি সুযোগ পাবো তখন-ই ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করবো - সেই কাজটি যত ছোট-ই হোক না কেন।

আল্লাহ আপনাকে অনেক ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতারা 'না' করেছিল তবু আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন - জাহান্নামে পোড়বার জন্য নয় কিন্তু আপনি নিজেই যদি জাহান্নামে যেতে চান, তাহলে আল্লাহ এর কি করার আছে?

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমার সকল উম্মত (অনুসারী) জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু তারা ছাড়া (যারা এতে প্রবেশে অস্বীকার করে)।" তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কে অস্বীকার করবে?" তিনি বললেন, "যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে-ই (জান্নাতে প্রবেশ করতে) অস্বীকারকারী।" (সহীহ আল-বুখারী ৭২৮০)

মুহাম্মাদের (সাঃ) আনুগত্য করা খুবই সহজ। বর্তমান সময়ে তা কেমন হবে তা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ সাঃ কখনো কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি কোন নারীকে

পর্দা না করার কারণে শাস্তি দেন নি বা শাস্তি দিতে বলেন নি। তিনি কোন নারী পুরুষের পোশাক পড়লে তাকে শাস্তি দেন নি বা দিতে বলেন নি। কেউ কোন নারীর সাথে গল্প করলে বা চুমু দিলে বা প্রেম করলে তাকে শাস্তি দেন নি বা দিতে বলেন নি। মুহাম্মাদ সাঃ তো শুধু আল্লাহ এর হুকুম জানিয়েছেন যে, এই কাজ করলে কিয়ামতের দিন তোমার কি কি শাস্তি হতে পারে, এখন তুমি এই সকল কাজ করবে কি না - এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মেয়েরা চাকরী করলে, ব্যবসা করলে, টি-শার্ট, প্যান্ট পড়ে ঘুরলে - এতে মুসলিম শাসক ঐ মেয়েকে শাস্তি দেয়ার বা বাধা দেয়ার কোন অধিকার - আল্লাহ তাকে দেন নি। তাহলে ইসলামী শরিয়া আইনে যে শাস্তির কথা বলা আছে? ইসলামী শরিয়া আইনে খুব কম বিষয়েই শাস্তির কথা বলা আছে। যারা এই বিষয়ে জানতে চান তারা "অবিশ্বাসী ও দুনিয়াদার সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার রূপরেখা এবং গায়ওয়াতুল হিন্দ" পড়ে নিতে পারেন। ইসলামে ঘিনাহ, ব্যভিচারের শাস্তি নিয়ে আমার বই "ইসলামী শরিয়া আইনে ঘিনাহ, ব্যভিচার ও ধর্ষণের সঠিক শাস্তি" পড়তে পারেন। বইটি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে আশা করি পেয়ে যাবেন।

এখন এই পৃথিবীতে আমাদের একমাত্র আপন হচ্ছেন আমাদের 'মা'। যখন আমাদের পিতা আমাদেরকে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর গনতন্ত্রবিহীন, পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে জালি বেত, হকি স্টিক, বেল্ট দিয়ে পিটায় বা বাড়ি থেকে বের করে দেয় তখন যদি কেউ আমাদের জন্য দুই ফোটা চোখের পানি ফেলে থাকে - তিনি হচ্ছেন আমাদের মা। আমাদের পিতা থেকেও নেই। এখন বুঝতে পারছেন ইসা ইবনে মরিয়ম কেন আমাদের ভাই? উনার পিতা নেই আর আমাদের পিতা থেকেও নেই। এখান থেকেও তো পরিষ্কার যে, আমরা ইসা ইবনে মরিয়মের দলের লোক। আল্লাহ যে ইসা ইবনে মরিয়মকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে পাঠাবেন এর এটিও একটি তাৎপর্য যে, এই সময়ে ইসা ইবনে মরিয়মের মত প্রচুর কিশোর, যুবক পৃথিবীতে আসবে যাদের পিতা থেকেও থাকবে না, তাদের শুধু মা থাকবে যে তাদেরকে স্নেহ দিয়ে, চোখের পানি দিয়ে আগলে রাখবে।

হে আপু, আমার ছোট আশু - তুমি হচ্ছে এই যুগের মরিয়ম। তোমাকে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম মুক্তভাবে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম তোমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করে নি। তুমি জিন্সের প্যান্ট পড়বে না বুরখা পড়বে সেই ডিসিশান তোমার - এই ব্যাপারে মুসলিম খলিফার তোমাকে জোর করার কোন অধিকার আল্লাহ তাকে দেন নি। ইসার মা মরিয়ম যেমনি ইহুদী আলেমদের অন্যায় কথার বিরুদ্ধে, একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে একা একা লড়াই করেছিলেন - তুমি এখন সেই অবস্থায় পড়েছো। আলেম নামের মূর্খরা ঠিক সেই ইহুদী আলেমদের মত তোমাদের নিয়ে খারাপ কথা বলে - এখন তোমাকে মরিয়ম হতে হবে - মূর্খ

গনতন্ত্রপন্থি, পিরতন্ত্রপন্থি আলেমরা যখন তোমাদের পর্দা নিয়ে, ছেলেদের সাথে চাকরী করা নিয়ে, প্রেম করা নিয়ে, ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়া নিয়ে কথা শুনাতে আসবে তখন তুমি মরিয়ম হয়ে উঠবে। তুমি ওদেরকে বলে দিবে যে, "আমার তো কালিমা ঠিক আছে, তোদের তো কালিমাই ঠিক নাই।

আমরা কখনো তোমাদের কাছে, তোমরা আমাদের সাথে যে অন্যায় করেছে, গুম করেছে, পিটিয়ে অজ্ঞান করেছে, ধর্ষণ করেছে, ইলেকট্রিক শক দিয়েছে তার বিচার চাইতে যাবো না কারণ যারা আল্লাহ এর আইন দিয়ে বিচার করে না - তাদের কাছে মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ বিচার চাইতে যেতে পারে না।

"আহ না! আপনার রবের কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদ-মীমাংসার ক্ষেত্রে আপনাকে, 'হে নবী', বিচারক হিসেবে মেনে নেয়; আপনার রায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্তরে কোনো প্রতিরোধ খুঁজে না পায় এবং আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। (সূরা নিসাঃ ৬৫)

আমাদের প্রতি যারা অন্যায় করেছেন, তারা মনে রাখবেন, আমাদের সামনে আল্লাহ আছেন। যদি নবী জীবিত থাকতেন তাহলে নবী হতেন আমাদের 'কমান্ডার ইন চীফ'। এখন নবী নেই কিন্তু নবী বলে গেছেন 'আমার অবর্তমানে আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব নিবেন'। এখন আল্লাহ আমাদের 'কমান্ডার ইন চীফ'। আমরা তো কেবল আল্লাহ এর পিছনে পিছনে জ্ঞানের লড়াই করে যাচ্ছি। মূল কাজ তো আল্লাহ-ই করবেন। কিয়ামত যত বেশী নিকটে আসবে আল্লাহ তত বেশী পৃথিবীর কন্ট্রোল নিজের হাতে নিয়ে নিবেন। হাসিনার পতনের ২ মাস আগেও (June, 2024) কেউ কি ভেবেছিল, ২মাস পর হাসিনার পতন ঘটবে?

তোমরা কেউ কি ৪ অগাস্ট, ২০২৪ এ সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখেছিলে? সেদিন সূর্যাস্ত ছিল অন্য রকম। লালের আভাষ পুরো আকাশ ভরে গিয়েছিল। সেই সূর্যাস্ত দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, আগামীকাল (৫ অগাস্ট, ২০২৪) কিছু একটা ঘটতে পারে এবং তা হবে ভালো কিছু, যদিও তখনো ছাত্ররা গণবহন অবরোধের ঘোষণা দেয়নি। সবকিছু যে আল্লাহ করেন – সেটা তোমরা আর কিভাবে বুঝবে? কত বড় বড় অবরোধ গেল, আন্দোলন গেলো হাসিনার কিছু হল না অথচ ছাত্ররা কোটা নিয়ে, সামান্য দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল – সেই আন্দোলনেই হাসিনার পতন।

ইসা ইবনে মরিয়ম কিভাবে দাজ্জালকে হত্যা করবেন

".....।তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেনঃ তুমি কি দেখতে পাও? ইবনে সায়েদ বলেনঃ এটা দুখ। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তুমি লাজ্জিত ও অসম্মানিত হও, তুমি তোমার পদমর্যাদার উপরে উঠতে পারবে না। 'ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর রসূল, আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি তার ঘাড়ে আঘাত করতে পারি। তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেনঃ যদি সে একই (দাজ্জাল) হয় যে কিয়ামতের নিকট সময়ে উপস্থিত হবে, তবে তুমি তাকে পরাভূত করতে পারবে না এবং যদি সে তা না হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা তোমার জন্য কল্যাণকর নয়। (সহীহ মুসলিম ২৯৩০ক, ২৯৯১, ১৬৯ঘ")

যারা "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইটি পড়েছেন তারা জানেন যে দাজ্জাল হচ্ছে একটি মতাদর্শ – যা হচ্ছে সত্য (ইসলামের) ও মিথ্যার (কুফরের) মিশ্রণ। দাজ্জাল কারো নাম নয়। দাজ্জাল হচ্ছে একটি উপাধি, টাইটেল, পদবী, পদের নাম। দাজ্জাল ধারণাটি অনেক ব্যাপক। কিছু হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবনে সায়েদ দাজ্জাল ছিলেন, তাহলে যদি ওমর রাঃ ইবনে সায়েদকে হত্যা করতেন তারপরও দাজ্জাল কেন মরবে না? কারণ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে কোন মতাদর্শকে ধ্বংস করা যায় না। আবার দাজ্জাল হচ্ছে তারা যারা মুসলিমদের ভূখণ্ডকে জোর করে দখল করে তাদেরকে শাসন করেছে। যেমনঃ ইসরায়েল।

আমরা দাজ্জালের মতাদর্শ ধ্বংস করতে পারবো না। আমরা শুধু নিজেকে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ রাখতে পারব। দাজ্জালকে আমরা হত্যা করতে পারবো না। তবে দাজ্জালের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসারী খুবই সাধারণ কিছু যুবকের মাধ্যমে। এই কথাগুলো বিশদভাবে "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইয়ে হাদিস থেকে প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে। বইটি গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। অনুগ্রহ করে ঐ বইটি পড়ে নিবেন।

এখন প্রশ্ন আসে ইসা আঃ কিভাবে দাজ্জালকে হত্যা করবেন যেখানে দাজ্জাল একটি মতাদর্শ এবং একটি রাষ্ট্র এবং তাদের নেতা, সেনাবাহিনী সবই আছে।

দাজ্জাল ইসলামের সাথে কুফরের (গনতন্ত্র, পিরতন্ত্র) মিশ্রণ করে সেই কুফর মিশ্রিত ইসলামকে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করবে। আপনি জামাতে ইসলামীকে যতই বুঝান – তারা গনতান্ত্রিক ইসলাম ছেড়ে আসবে না। আপনি যতই বুঝান, চরমোনাই পিরতান্ত্রিক ইসলাম ছেড়ে আসবে না।

কিন্তু আপনি যখন বলবেন আমি দাজ্জাল এবং ইসার লড়াইয়ে ইসা ইবনে মরিয়মের দলে। তখন কি হবে?

প্রশ্ন ১ঃ ইসা ইবনে মরিয়ম কি গনতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন? জামাতের আমীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলবেন, "না, ইসা ইবনে মরিয়ম গনতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন না, তিনি দাওয়াত এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন।" দাওয়াত এবং জিহাদের মাধ্যমেই কি কোরআনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে না? জি। তাহলে, দাজ্জালের মতাদর্শ ধ্বংস হয়ে গেলো।

অনুরূপে, সৌদি আরবের আলেমদের জিজ্ঞেস করুন, ইসা ইবনে মরিয়ম কি রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন? তারা নিঃসন্দেহে বলবে, "না, ইসা ইবনে মরিয়ম রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন না, তিনি দাওয়াত এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন। দাওয়াত এবং জিহাদের মাধ্যমেই কি কোরআনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে না? জি। তাহলে, দাজ্জালের মতাদর্শ ধ্বংস হয়ে গেলো।

অনুরূপে, চরমোনাই / কওমী আলেমদের জিজ্ঞেস করুন, ইসা ইবনে মরিয়ম কি পিরতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন? তারা নিঃসন্দেহে বলবে, "না, ইসা ইবনে মরিয়ম পিরতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন না, তিনি দাওয়াত এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন। দাওয়াত এবং জিহাদের মাধ্যমেই কি কোরআনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে না? জি। তাহলে, দাজ্জালের মতাদর্শ ধ্বংস হয়ে গেলো।

আপনি যখন বলবেন, আমি ইসার দলের লোক - সাথে সাথেই আপনি দাজ্জালের মতাদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি বলেন, ইসা ইবনে মরিয়ম পিরতন্ত্র বা গনতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন – তাহলে, আপনার সাথে খ্রিস্টানদের কোন পার্থক্য নাই। পরিষ্কারভাবেই আপনি একজন অবিশ্বাসী। এতদিন আপনাকে বলা হয়েছিল, আপনি দাজ্জালের অনুসারী বা সহযোগী কিন্তু এখন আপনাকে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে, আপনি একজন অবিশ্বাসী। এতেও দাজ্জালের মতাদর্শ ধ্বংস হয়ে গেলো। কারণ এতদিন বুঝা যেতো না যে, আপনি বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী তাই আপনাকে বলা হত যে আপনি দাজ্জালের অনুসারী বা দাজ্জালের সহযোগী অর্থাৎ এত দিন আপনাকে বলা হয়েছিল যে, আপনার মধ্যে সত্য – মিথ্যার সংমিশ্রণ আছে কিন্তু এখন আপনাকে পরিষ্কারভাবে অবিশ্বাসী বলার অর্থ হচ্ছে দাজ্জালের মতাদর্শ ধ্বংস হয়ে গেছে।

মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মত (অনুসারীরা) যখন দাজ্জালের ধোকায় পড়ে ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে তখন আল্লাহ একটি উদাহরণ আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন যা দিয়ে আমরা দাজ্জালের মতাদর্শকে চিনতে পারবো এবং প্রকৃত ইসলাম কোনটি সেটা বুঝতে পারবো আর সেই উদাহরণ হচ্ছে ইসা ইবনে মরিয়মের ইসলাম প্রতিষ্ঠা।

এখন আসুন দাজ্জাল তো একটি রাষ্ট্রও বটে যে মুসলিম ভূখণ্ড দখল করে মুসলিমদের উপর অত্যাচার করছে এবং তাদের শাসন করছে। ইসা ইবনে মরিয়ম সেই রাষ্ট্রগুলোকেও ধ্বংস করবেন, ইসা ইবনে মরিয়ম এটা করবেন যুদ্ধের মাধ্যমে।

ইসা ইবনে মরিয়ম বনাম জাতীয়তাবাদ

ইসা ইবনে মরিয়ম দাজ্জালের মতাদর্শ জাতীয়তাবাদকে কিভাবে ধ্বংস করবেন?

ইসা আঃ কোন দেশের পতাকার নিচে নেমে আসবেন? সৌদি আরব? কাতার? ইরান? বাংলাদেশ? পাকিস্তান? আপনি হিন্দু হলেও আপনি বুঝেন যে, যদি ইসা ইবনে মরিয়ম কাতারের পতাকার নিচে নেমে আসেন, কাতারের পতাকাকে নিজের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে তিনি সারা পৃথিবীর সকল মুসলিমের জন্য হবেন না। তিনি হবেন শুধু কাতারের মুসলিমদের। তখন উনার পরিচয় হবে ইসা ইবনে মরিয়ম (কাতার)। এটা কি সম্ভব? ইসা ইবনে মরিয়ম তো সারা পৃথিবীর সকল মুসলিমদের জন্য হবেন। তাহলে? ইসা ইবনে মরিয়ম এমন একটি পতাকাকে নিজের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করবেন যাতে তিনি হবেন সারা পৃথিবীর সকল মুসলিমদের। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটি হবে ইসলামের পতাকা। কালিমা লেখা সাদা পতাকা (ইসলামের পতাকা)। কালিমা লেখা কালো পতাকা (মুসলিম আর্মির পতাকা)। সুতরাং বুঝা গেলো, ইসা ইবনে মরিয়ম কিভাবে দাজ্জালের মতাদর্শ জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করে দিবেন। এই জাতীয়তাবাদ-ই মুসলিমদের ভাগ করে ফেলেছে, তাদের ঐক্য নষ্ট করেছে। এখন আপনি যদি বলেন আমি ইসার দলের লোক তাহলে আপনি দাজ্জালের সকল মতাদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি বলেন যে, ইসা ইবনে মরিয়ম সৌদি আরবের পতাকাকে নিজের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করবেন তাহলে আপনি আল সউদ রাজপরিবারকে নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করেছেন – ফলে আপনি অবিশ্বাসী হয়ে গেছেন।

ইসা ইবনে মরিয়ম আসতে আর কত দেরি?

বিভিন্ন হাদিস ব্যাখ্যা করে আমরা যা পেয়েছি তাতে বুঝা যাচ্ছে, যখন পৃথিবীর অবস্থা বর্তমানের মত হবে তখন ইসা ইবনে মরিয়ম নেমে আসবেন। কিন্তু হাদিসে বলা আছে, যখন এমন অবস্থা চলতে থাকবে তখন ইসা ইবনে মরিয়ম নেমে আসবেন। অর্থাৎ ইসা ইবনে মরিয়ম নেমে আসার যে সকল শর্ত ছিল তা পূরন হয়ে গেছে তবে তিনি কখন নেমে আসবেন তা বলা যাচ্ছে না। এখন এই অবস্থা কত দিন চলার পর ইসা ইবনে মরিয়ম নেমে আসবেন তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। এটা আগামীকাল হতে পারে আবার ৫০ বছর পরও হতে পারে।

ইসা ইবনে মরিয়ম কাদের মাঝে নেমে আসবেন?

যদি বর্তমানকালের কোন দলের মাঝে ইসা ইবনে মরিয়ম নেমে আসতেন তাহলে তিনি অবশ্যই এমন কোন দলে নেমে আসবেন যারা ইসলামের পতাকাকে নিজেদের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কালিমা লেখা সাদা পতাকা বা কালিমা লেখা কালো পতাকা। হাদিসে বলা আছে যে, ইসা ইবনে মরিয়ম দাজ্জালকে হত্যার পর সঙ্গী-সাথী নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাবেন। সঙ্গী-সাথী বলতে আপনি কি বুঝেন? ১ লাখ লোক নিয়ে কি ইসা ইবনে মরিয়ম তুর পাহাড়ে যাবেন? ১ লাখ হলে তো একটা জাতি হয়ে যায়। ৫০ হাজার? অনেক বেশী। ২০ হাজার? ২০ হাজার লোককে কি সঙ্গী-সাথী বলা যায় – তাহলে তো একটা গোত্র হয়ে গেল, তাই না? পাঁচ হাজার? জি, এই রকম একটা সংখ্যার লোক হলে তাদেরক সঙ্গী-সাথী বলা যেতে পারে। তারপরও আমরা বাড়িয়ে সংখ্যাটা ১০-১২ হাজার ধরতে পারি। আমার মতে ইসা ইবনে মরিয়ম দাজ্জালকে হত্যার পর ১০-১৫ হাজার সঙ্গী-সাথী নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাবেন। সংখ্যা এত কম কেন? পাহাড়ে কি আপনি ৫০ হাজার লোক নিয়ে যাবেন, আর ৫০ হাজার লোক হলে তো ছোট-খাট একটা জাতি-ই হয়ে যায়। আমরা যাবো না? আপনারা যাবেন কিভাবে? বর্তমানকালে যারা কালিমা লেখা সাদা বা কালো পতাকা বহন করে তাদেরকে আপনারা টিভিতে, পত্রিকায় কি নামে অভিহিত করেন? আপনারা কি কখনো তাদেরকে মুসলিম নামে ডাকেন? ইসা ইবনে মরিয়মকেও আপনারা ঐ নামেই ডাকবেন যখন তিনি ইসলামের পতাকাকে নিজের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করবেন। কোন নামে? এখন কালিমা লেখা সাদা বা কালো পতাকাধারীদের যে নামে আপনারা ডাকেন সেই নামে।

আজ থেকে অল্প কিছু বছর আগে অর্থাৎ বারাক ওবামা, জো বাইডেনের সময় যারা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে পছন্দ করত, আমেরিকাকে পছন্দ করত - তারাও এখন আমেরিকার কথা শুনলে বলে, "ভিক্ষা দরকার নাই মা, কুত্তা সামলাও"। আর মাত্র ২০-৩০ বছর, তোমরা দেখবে যে, সারা পৃথিবীর সকল মুসলিম ইসরায়েল এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। নুরুল কবীর, মতিউর রাহমান, মাহফুয আনামের মত লোকেরা কালো পতাকার নিচে দাঁড়াবে। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু একবার যে সত্যকে জেনে বুঝে অস্বীকার করে তাকে কি আল্লাহ পুনরায় সত্য গ্রহণ করার সুযোগ দিবেন? কালো পতাকাধারী অনেক দল আছে। আপনি তালিবানদের দিকে খেয়াল রাখবেন কারণ তাদের মাঝে আছেন মাহদি। তাদের মাঝে ছোট-খাট কিছু ভুল আছে যেমন তারা নারীদের জোর করে পর্দা করায় – এটা ভুল। নামাজ পড়তে গেলে আপনারও তো ভুল হয়, তাই না? তাদের নিয়ত খারাপ নয় কিন্তু ইসলাম বুঝায় তাদের কিছু ভুল আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"আল-আহলাস (অবিরাম বিপদ)-এর ফিতনা হলো গণহারে দলত্যাগ এবং যুদ্ধ। অতঃপর, আস-সাররা (যার অর্থ 'ধনী', যখন কিছু বিত্তশালী লোক তাদের অর্থ ব্যবহার করে অন্যদেরকে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ভাড়া করে) নামক ফিতনা এমন এক ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে শুরু হবে, যে দাবি করবে সে আমার (আমার বংশধরদের) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সে আমার নয়, কারণ আমার বিশ্বস্ত বন্ধু তারাই যাদের তাকওয়া রয়েছে। এরপর, লোকেরা এমন এক ব্যক্তির চারপাশে একত্রিত হবে যার শাসন অস্থিতিশীল। তারপর, আদ-দুহাইমা (এর ভয়াবহতার কারণে একে 'অন্ধকার ও কালো ফিতনা' বলা হয়) নামক ফিতনা শুরু হবে এবং এটি এই উম্মতের কোনো সদস্যকেই কঠোরভাবে স্পর্শ না করে ছাড়বে না। যখন মনে করা হবে যে এর সময় শেষ হয়ে এসেছে, তখন একে আরও দীর্ঘায়িত করা হবে। ইতিমধ্যে (এই ফিতনার সময়), একজন ব্যক্তি মুমিন হিসেবে জেগে উঠবে কিন্তু রাতের মুখোমুখি হবে কাফির হিসেবে, যতক্ষণ না মানুষ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়: একটি হলো বিশ্বাসের শিবির, যাতে কোনো মুনাফেকি নেই, এবং অন্যটি হলো মুনাফেকির শিবির, যাতে কোনো বিশ্বাসই নেই। যদি এমনটি ঘটে, তবে সেই দিন অথবা তার পরের দিন দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা করো।" (আহমদ, আবু দাউদ ও আল-হাকিম, মিশকাতুল-মাসাবিহ, খণ্ড ৪, হাদিস নং ৫৪০৩)

আমি উক্ত হাদিসটি 'মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইয়ে ব্যাখ্যা করেছি। ফিতনা আল-আহলাস ও আদ-দুহাইমা আমাদের সময়ের অনেক আগেই শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে। মানুষ

কখন দু'টি শিবিরে ভাগ হওয়া শুরু হয়েছে? যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ এই কথা ঘোষণা করেছিলেন যে, "ইউ আর আইদার উইথ আস অর এগেইনস্ট আস" ("হয় তুমি আমাদের সাথে আছো অথবা আমাদের বিরুদ্ধে" = এটা তো একটা চরমপন্থি কথা) তখন থেকেই মানুষ দুই শিবিরে ভাগ হওয়া শুরু হয়েছে। এক দল যাতে কোন মুনাফেকি নেই অন্যদিকে আরেক দল যারা মুনাফেকিতে পরিপূর্ণ। আমরা যদি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি। তাকিয়ে দেখুন, বিএনপি কত বড় মুনাফেকি করেছে, আয়ামি লীগ কত বড় মুনাফেকি করেছে, জামাত ইসলামী জাতির সাথে মুনাফেকি করেছে ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা বলে। আর আমরা? শেখ মুজিব যা করেছে তা আমরা বলি, আয়ামি লীগ যা করেছে তা বলি, ভারত যা করেছে তা বলি। ইনশা-আল্লাহ আপনারা আমাদের মধ্যে মিথ্যা পাবেন না, মুনাফেকি পাবেন না। তাহলে, পৃথিবী কি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে? আমার তো তাই মনে হয়। তাহলে কি আমরা নতুন একটি দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা করবো? একটি নয়, দুইটি। যারা ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়ে গেছে। তারা গাজার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী। তারাই ইরানে হামলা করেছে। ২০২৫ সালে গাজায় দুর্ভিক্ষের সময় জাতিসংঘে বহুবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হতে নিয়েছিল কিন্তু একমাত্র আমেরিকার ভেটোর কারণে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব জাতিসংঘে পাস হত না। গাজার ঘটনায় আমেরিকা এবং ইসরায়েল সমান অপরাধী। ট্রাম্প এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দুই জনই দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

খাদ্য হিসেবে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমিদের মাধ্যমে জীবন ধারণ

আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন: "দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি কঠিন বছর আসবে। এই সময়গুলোতে মানুষ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে। প্রথম বছরে আল্লাহ আকাশকে তার বৃষ্টির এক-তৃতীয়াংশ এবং পৃথিবীকে তার ফসলের এক-তৃতীয়াংশ আটকে রাখার আদেশ দেবেন। দ্বিতীয় বছরে আল্লাহ আকাশকে তার বৃষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ এবং পৃথিবীকে তার ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ আটকে রাখার আদেশ দেবেন। **তৃতীয় বছরে আল্লাহ আকাশকে তার সমস্ত বৃষ্টি আটকে রাখার আদেশ দেবেন এবং এক ফোঁটাও বৃষ্টি হবে না। তিনি পৃথিবীকে তার সমস্ত ফসল আটকে রাখার আদেশ দেবেন এবং কোনো গাছপালা জন্মাবে না।** আল্লাহ যা চান তা ছাড়া সমস্ত খুরওয়ালা প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "সেই সময়ে মানুষ কিসে জীবনধারণ করবে?" তিনি বললেন, "তাহলীল, তাকবীর ও তাহমিদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ বলা)। এটি তাদের টিকিয়ে রাখবে ঠিক যেমন খাবার টিকিয়ে রাখে।" (সহীহ আল-জামি আস-সাগীর ৭৮৭৫)

এই হাদিসটি আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি তাই, আমি 'মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইয়ে লিখেছিলাম যে, "এই দাজ্জালটি আবির্ভূত হয়েছে কি না - তা বুঝতে পারছি না। হয়তো আবির্ভূত হয়েছে বা হয়নি"। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এই দাজ্জালটি বহু আগেই আবির্ভূত হয়ে গেছে।

জামি আস-সাগীর ৭৮৭৫ হাদিসে নবী সাঃ সাহাবীদের প্রশ্নের উত্তরে কি বলছেন। সাহাবীরা প্রশ্ন করেছিলেন "সেই সময়ে মানুষ কিসে জীবনধারণ করবে?" কিন্তু নবী উত্তর দিয়েছেন শুধু মুসলিমরা কিভাবে বেচে থাকবে সেই পদ্ধতি সম্পর্কে, কিন্তু অমুসলিমরা কিভাবে বেচে থাকবে সেটা তিনি (সাঃ) বলেন নি কারণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' তো শুধু মুসলিমরাই বলে থাকে। তাহলে অমুসলিমরা কিভাবে বেচে থাকবে সেটা আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেন নি। এই হাদিস থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে, এই ঘটনা ঘটবে ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্ত হবার পরে কারণ ইয়াজুজ মাজুজ আবির্ভূত হবার পর মুসলিম ছাড়া অন্য সকল মানুষকে সাধারণভাবে ইয়াজুজ- মাজুজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইয়াজুজ হচ্ছে যারা পৈতৃলিকতায় বিশ্বাসী আর মাজুজ হচ্ছে যারা জাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী। এখন যারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে না এবং যাদের ভিতরে পৈতৃলিকতা নেই এমন লোক সমাজে মুসলিম বলে পরিচিতদের মধ্যেই বিরল। আচ্ছা, যেই বছরে জমিন কোন ফসল দিবে না তার পরের বছর কি হবে? দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তখন ইয়াজুজ মাজুজ (মানুষ) কি খেয়ে বাঁচবে? মুসলিমরা কি খেয়ে বাঁচবে? এর উত্তর আমরা পাবো অন্য একটি হাদিসেঃ

".....তাকে(মুহাম্মাদ সাঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে (দাজ্জাল) কত দ্রুত পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করবে, এবং তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, "বাতাসে বাহিত বৃষ্টির (মেঘের) মতো। সে মানুষের কাছে আসবে এবং তাদের ডাকবে, আর তারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। তখন সে আকাশকে আদেশ দেবে, আর আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং **(দাজ্জাল) পৃথিবীকে আদেশ দেবে, আর পৃথিবী ফসল উৎপাদন করবে।** তারপর সন্ধ্যায় তাদের চারণরত পশুরা তাদের কুঁজ যথাসম্ভব উঁচু করে, তাদের ওলান দুধে পূর্ণ করে এবং তাদের কোমর স্ফীত অবস্থায় তাদের কাছে আসবে। তখন সে (দাজ্জাল) মানুষের কাছে আসবে এবং তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করবে, তাই সে তাদের ছেড়ে চলে যাবে। সকালে তারা নিঃশ্বাস নিয়ে যাবে, তাদের কোনো সম্পত্তিই তাদের থাকবে না। সে পতিত ভূমির পাশ দিয়ে যাবে এবং তাকে তার ধনসম্পদ বের করে আনতে

বলবে, আর এটার (পতিত জমির) ধনসম্পদ মৌমাছির ঝাঁকের মতো তাকে (দাজ্জালকে) অনুসরণ করবে।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৭৫)

তাহলে, পৃথিবীর আবার কবে আল্লাহ এর হুকুমে ফসল দিবে?

".....তখন আল্লাহ এমন এক বৃষ্টি পাঠাবেন যা মাটির বা উটের পশমের কোনো ঘরও আটকাতে পারবে না এবং তা পৃথিবীকে এমনভাবে ধুয়ে দেবে যে তা আয়নার মতো হয়ে যাবে। **তখন পৃথিবীকে তার ফল উৎপন্ন করতে ও আল্লাহ প্রদত্ত মঙ্গল ফিরিয়ে আনতে বলা হবে**, এবং সেই দিনে একদল লোক একটি ডালিম খাবে ও তার খোসায় আশ্রয় নেবে, এবং দুধের ভিতরে এমন মঙ্গল প্রদান করা হবে যে, একটি দুধেল উটই বহু লোকের জন্য যথেষ্ট হবে, একটি দুধেল গাভীই এক গোত্র মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি মেষীই এক বংশ মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৭৫)

"মানুষ যখনই তাদের সম্পদ থেকে যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তখনই আকাশ থেকে বৃষ্টির একটি অংশ আটকে যায়; পশু-পাখি না থাকলে কখনোই বৃষ্টি হতো না"। (আল-মু'জাম আল-কাবীর ১৩৪৫৪; আলবানীর মতে সাহিহ হাদিস)

ইসলামে যাকাত দেয়ার নিয়ম হচ্ছে খলিফার হাতে বা ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারে। যখন খেলাফতই নেই তখন যাকাত দিবেন কাকে? এখন যে বৃষ্টি হয় তা পশু-পাখিদের জন্য, মানুষের জন্য নয়। সহীহ আল-জামি আস-সাগীর ৭৮৭৫ হাদিসে যে বলা হয়েছে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে - এটা হচ্ছে মানুষের জন্য বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া।

এখন কি বুঝতে পারছেন, পুরো ঘটনাটা কি? সহীহ আল-জামি আস-সাগীর ৭৮৭৫ হাদিসে যে বলা হয়েছে দাজ্জাল আবির্ভূত হবার আগের বছরে কোন ফসল হবে না - এর অর্থ হচ্ছে তখন জমিতে কীটনাশক, সার না দিলে ফসল হবে না। আপনি বাংলাদেশের কোন কৃষককে জিজ্ঞেস করেন, "জমিতে কীটনাশক না দিলে, সার না দিলে ফসল কেমন হবে?" তিনি বলবেন, "খুবই কম হবে, যেমনঃ যে জমিতে হত ১০ মন সেখানে হবে ১ মন বা চিটা ধরে সব ফসল-ই নষ্ট হয়ে যাবে।" এখন জমিতে সার, কীটনাশক না দিলে ফসল এত কম হবে যে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের খাদ্যের অভাব পূরন হবে না। দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তার উপর আমরা এখন যে ফসল খাই তাতে কোন মঙ্গল (blessings) নেই - যাকে আপনারা বলেন ভিটামিন, মিনারেলস। এছাড়া আরও কত কল্যাণকর উপাদান যে আজকে মাটি থেকে ফসলে আর আসে না - আল্লাহ-ই জানেন। এই ঘটনা কখন

ঘটেছে? যখন ইসরায়েল নামের রাষ্ট্রটির আবির্ভাবের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ঘটনা জেরুজালেমে ঘটছিল তখন - কারণ তখনই দাজ্জাল আকাশকে বলেছে বৃষ্টি দিতে এবং আকাশ তাকে বৃষ্টি দিয়েছে, সেটা কিভাবে? কোরআনে আল্লাহ যে বৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে বিদ্যুৎ চমকানোর কথা বলা আছে। বৃষ্টির আগে যে বিদ্যুৎ চমকায় তা হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ। আপনি যে মোটর দিয়ে মাটির নিচ থেকে পানি তুলেন তা বৈদ্যুতিক মটরের মাধ্যমেই তুলেন। আর এই পানি হচ্ছে বৃষ্টির পানি যা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিসারভারে জমা হয়ে থাকে। চল্লিশের দশকেই (1940s) বৈদ্যুতিক পাম্পের (centrifugal and submersible pump) প্রসার হয়। ইসরায়েল যেন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? চল্লিশের দশকে, in 1940s.

চল্লিশের দশকেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী দুর্ভিক্ষ দেয়া দেয়:

- ১) 1940–1943 Famine in Cape Verde মৃতের সংখ্যা: ২০,০০০
- ২) 1940–1945 Occupied Poland
- ৩) 1940–1948 Morocco মৃতের সংখ্যা: ২,০০,০০০
- ৪) 1941–1944 Soviet Union মৃতের সংখ্যা: ৮,০০,০০০–১০,০০,০০০
- ৫) 1941–1944 Greece মৃতের সংখ্যা: ৩,০০,০০০
- ৬) 1941–1942 Soviet Union মৃতের সংখ্যা: ৩০,০০০–৮০,০০০
- ৭) 1941–1943 Soviet Union মৃতের সংখ্যা: ১০,০০০
- ৮) 1942–1943 Henan, China মৃতের সংখ্যা: ৭,০০,০০০– ৩০,০০,০০০
- ৯) 1942–1943 Iran মৃতের সংখ্যা: ৪০,০০,০০০
- ১০) 1943 Bengal, British India মৃতের সংখ্যা: ২১,০০,০০০
- ১১) 1943–1944 Rwanda and Burundi (present day) মৃতের সংখ্যা: ৩৬,০০০-৫০,০০০
- ১২) 1943–1946 Madagascar মৃতের সংখ্যা: ১০,০০,০০০
- ১৩) 1944–1945 Java, Indonesia মৃতের সংখ্যা: ২৪,০০,০০০
- ১৪) 1944–1945 Vietnam মৃতের সংখ্যা: ৬,০০,০০০ – ২০,০০,০০০
- ১৫) 1945–1947 Soviet Union মৃতের সংখ্যা: ৫৭,০০০-৭৬,৫০০
- ১৬) 1946–1947 Germany মৃতের সংখ্যা: ১,০০,০০০
- ১৭) 1946–1947 Soviet Union মৃতের সংখ্যা: ১০,০০,০০০ – ১৫,০০,০০০
- ১৮) 1946–1948 Cape Verde মৃতের সংখ্যা: ৩০,০০০

আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন: "দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি কঠিন বছর আসবে। এই সময়গুলোতে মানুষ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে।" ইসরায়েল আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ কি পরিমাণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল তা আমাদের কাছে পরিষ্কার।

এখন রিজিক দিচ্ছেন কে? এখন আল্লাহ-ই রিজিক দিচ্ছেন। কিন্তু দাজ্জাল আল্লাহকে রিজিকদাতা হিসেবে স্বীকার করে না। সে আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা হিসেবে অস্বীকার করে। হাদিসে কি বলা হয়েছে খেয়াল করুন, ".....(দাজ্জাল) পৃথিবীকে (মাটিকে) আদেশ দেবে, আর পৃথিবী (মাটি) ফসল উৎপাদন করবে....."। মাটিকে আদেশ করার অর্থ হচ্ছে, দাজ্জাল বিশ্বাস করবে যে, সে মাটিতে সার, কীটনাশক দেয়াতে মাটি তাকে ফসল দিয়েছে। আল্লাহ যে তাকে ফসল দেন তা সে স্বীকার করবে না। যেমনঃ আপনি একজন কৃষককে জিজ্ঞেস করুন, চাচা এবার জমিতে ফসল কেমন হয়েছে? উনি উত্তর দিবেন, "সার, কীটনাশক ঠিকমত দেয়াতে জমিতে ফসল ভালো হয়েছে। দাজ্জাল কিভাবে খবর প্রচার করে, "এই অর্থ বছরে সরকারের (দাজ্জালের) নেয়া সেচ, বীজ, সার ও কীটনাশকের কর্মসূচী যথার্থ থাকায় জমিতে ভালো ফসল হয়েছে, লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণ ফসল হয়েছে"। এটা হচ্ছে দাজ্জালের বিশ্বাস, দাজ্জালের কথা।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ ".....(দাজ্জাল) পৃথিবীকে (মাটিকে) আদেশ দেবে, আর পৃথিবী (মাটি) ফসল উৎপাদন করবে....."। এই কথা বলতে - দাজ্জাল কিসে বিশ্বাস করে সেটা আমাদেরকে বলেছেন। এটা মুসলিমের বিশ্বাস নয়। দাজ্জাল কখনোই রিজিকদাতা নয়, দাজ্জাল কখনোই জমিতে ফসল আনতে পারে না। সর্ব সময়ে, সর্ব ক্ষেত্রে রিজিকদাতা, ফসলদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।

এখন আমরা যে খাদ্য খাই তাতে কোন মঙ্গল (blessings) নেই। এটা হচ্ছে দাজ্জালের জন্য আল্লাহ এর দেয়া রিজিক। যখন ইসা ইবনে মরিয়ম তুর পাহাড় থেকে নেমে আসবেন তখন আল্লাহ বৃষ্টি দিবেন, তারপর আল্লাহ পৃথিবীকে তার মঙ্গল ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিবেন ফলে জমিন মঙ্গল (blessings) যুক্ত ফসল দিবে তা হবেঃ মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৭৫ হাদিস পড়েছেন নিশ্চয়ই।

"একটি দুধেল গাভীই এক গোত্র মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে" - তাহলে তো গাভীর আকার বিশাল বড় হতে হবে এবং গাভীটিকে ৫০-৭০ লিটার দুধ দিতে হবে, ব্যাপারটা হয়তো এমন নয়। সেই গাভীর দুধে 'মঙ্গল'(blessings) (ভিটামিন, মিনারেলস) এত বেশী থাকবে যে, অল্প পরিমাণ খেলেই আপনার শরীরের চাহিদা পূরন হয়ে যাবে, আপনার পেট ভরে যাবে এবং আপনি আর খেতে পারবেন না।

এখন যে খাদ্যে কোন মঙ্গল (blessings) নেই তাহলে উপায়? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' জিকির করলে আপনি খাদ্য থেকে যে মঙ্গল(blessings) পেতেন তা পেয়ে যাবেন আর এভাবে আপনার শরীর সবল, সতেজ থাকবে।

এত দিন যে সকল আলেম বলেছেন যে, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে কিভাবে দাজ্জাল আসার আগের তিনটি বছর তো এখনো আসেনি। ঐ বছরগুলো এসে চলেও গেছে। কিন্তু দাজ্জাল যে আকাশে মেঘের মত ভেসে ভেসে পৃথিবী পরিভ্রমণ করবে? এটা হচ্ছে প্লেন। মেঘ যেমনি বাতাসে ভর করে চলে তেমনি প্লেনও বাতাসে ভর করে চলে।

"তারপর সন্ধ্যায় তাদের চারণরত পশুরা তাদের কুঁজ যথাসম্ভব উঁচু করে, তাদের ওলান দুধে পূর্ণ করে এবং তাদের কোমর স্ফীত অবস্থায় তাদের কাছে আসবে।" এই কথার বাস্তবায়ন তো হয়ে গেছে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করা গরুগুলো এখন কত দ্রুত মাংসে ফুলে-ফেপে উঠে আর কি পরিমাণ দুধ দেয়? প্রতিদিন গড়ে ৩০ লিটারের মত। চিন্তা করা যায়?

"তখন সে (দাজ্জাল কিছু) মানুষের কাছে আসবে এবং তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করবে, তাই সে তাদের ছেড়ে চলে যাবে। সকালে তারা নিঃশ্ব হয়ে যাবে, তাদের কোনো সম্পত্তিই তাদের থাকবে না"। এটাই তো হচ্ছে। আমেরিকা আফগানিস্তানের সকল ডলারের রিজার্ভ ফ্রিজ করে দিয়ে এক রাতেই তাদের জনগণকে নিঃশ্ব করে দিয়েছে। সাত বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ আফগান সম্পদ (স্বর্ণ, ফরেন কারেন্সি, বন্ড) আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংক আটকে দিয়েছিল ২০২১ সালে যা এখনো আটকে আছে। এদিকে আফগান জনগণ অভাবে পড়ে নিজের সন্তান বিক্রি করেছে, মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল করতে পারেনি আফগান সরকার ফলে মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ আছে। পৃথিবীবাসী হাত তালি দিয়েছে - "দেখো দেখো, ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে একটি দেশ কত দরিদ্র হয়ে যায়, ইসলাম ইজ এ ফেইলড সিস্টেম"। দাজ্জাল যে এক রাতে একটি দেশকে ফকির বানিয়ে দিলো সেদিকে কারো খবর নেই। এছাড়া আমেরিকা বিভিন্ন দেশের উপর নিজের স্বার্থ উদ্ধারে অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে সেই দেশকে এক রাতেই ফকির বানিয়ে দেয়। যেমনঃ জিম্বাবুয়ে (year:2000- 2010), উত্তর কোরিয়া, কিউবা।

"সে (দাজ্জাল) পতিত ভূমির পাশ দিয়ে যাবে এবং তাকে তার ধনসম্পদ বের করে আনতে বলবে, আর এটার (পতিত জমির) ধনসম্পদ মৌমাছির ঝাঁকের মতো তাকে (দাজ্জালকে) অনুসরণ করবে"। হাদিসের এই কথার ব্যাখ্যা তো New age পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবির স্যার আমার চেয়ে ভালো করতে পারবেন। পতিত জমি হচ্ছে এমন জমি যেখানে কোন ফসল বা উৎপাদন হয় না। আরব অঞ্চলসহ সারা পৃথিবীর সকল তেল কোথায় যাচ্ছে? আমেরিকায়। মৌমাছির যে

যেদিকেই যাক, সবাই মধু নিয়ে মৌচাকে ফিরে আসে। দাজ্জালকে তেল দিবে না? নিকোলাস মাদুরোকে ভুলে গেছো?

যুদ্ধ করে ইসা ইবনে মরিয়ম কিভাবে দাজ্জালকে হত্যা করবেন?

".....।দাজ্জাল যখন তার দিকে তাকাবে তখন সে গলতে শুরু করবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। সে পালিয়ে যাবে এবং ঈসা (আঃ) বলবেন: "তোমার জন্য আমার কাছে শুধু একটি আঘাতই আছে, যা থেকে তুমি পালাতে পারবে না!" তিনি তাকে লুডের পূর্ব দিকের গেটে ধরবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।.....(সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

"দাজ্জাল যখন তার দিকে তাকাবে তখন সে গলতে শুরু করবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়।" - এই কথার অর্থ কি? হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে, দাজ্জাল এখানে কোন মানুষ নয়। এখানে দাজ্জাল হচ্ছে একটি মতাদর্শ যা আধুনিক টেকনোলজির মূলনীতি। যে টেকনোলজীতে প্রকৃতির কোন কিছুকে পরিবর্তন করে ফেলা হয় অর্থাৎ তার ফিতরাতে (স্বাভাবিক প্রবণতা, Natural Instinct) পরিবর্তন করে ফেলা হয়। আপনি লবণ পেয়েছেন কোথা থেকে? সাগরের পানি শুকিয়ে। লবণ আবার পানিতে ফিরে যাচ্ছে অর্থাৎ সাগরের জিনিস সাগরে ফিরে যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর সাদু পানি এবং লবণ পানির অনুপাত পূর্বে যা ছিল - আল্লাহ যেমন দিয়েছিলেন তেমন অবস্থায় ফিরে যাওয়া। ইসা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকা মাত্রই - লবণ আবার পানিতে ফিরে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রকৃতির যত অসামঞ্জস্য ইয়াজুজ-মাজুজ করেছিল তা আর থাকবে না। সবকিছু তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। মানবজাতি প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে (স্বাভাবিক প্রবণতা, Natural Instinct) পরিবর্তন করে যত ধরনের টেকনোলজি আবিষ্কার করেছিল - তার কোনটাই আর কাজ করবে না। অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তির উপর ভিত্তি করে যত ধরনের টেকনোলজি আজকে চলছে তার সকল কিছুই বিকল হয়ে যাবে। পরমাণুর প্রোটন পরমাণুতে ফিরে যাবে বা প্রোটন বিকল হয়ে যাবে ফলে পারমাণবিক বোমাও বিকল হয়ে যাবে। নিউক্লিয়ার ফিউশন আর হবে না। শুধু তাই নয় - জাদুকরদের প্রাণপ্রিয় ধারণা (concept) ইলেকট্রনের চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে ফলে বিদ্যুৎ থাকবে না। প্রতিটি বস্তু তার স্বাভাবিকতায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ ইসলামে ফিরে যাবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে স্বাভাবিক প্রবণতা বা ফিতরাত বা Natural Instinct-ই হচ্ছে ইসলাম। মাজুজেরা (বিজ্ঞানীরা) বিজ্ঞান ও টেকনোলজির নামে যত জাদু করেছিল তার সকল কিছুই বিকল হয়ে যাবে। মটর দিয়ে আর পানি উঠবে না। টেকনোলজীর দিক থেকে পৃথিবী ৬৩০ সালের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।

৬৩০ সাল কেন? কারণ সম্ভবত ৬৩০ সালেই জুলকারনাইনের প্রাচীরে ছিদ্র হয়েছিল যার কথা হাদিসে বলা আছে। ('মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইটি পড়ে নিন)

".....। আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী করবেন: "হে ইসা, আমি আমার এমন কিছু বান্দাকে বের করে এনেছি যাদেরকে কেউ হত্যা করতে পারবে না, সুতরাং তুমি আমার বান্দাদেরকে নিরাপদে তুর-এ নিয়ে যাও।" অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ আবির্ভূত হবে এবং তারা, যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক টিলা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে বেড়িয়ে পড়বে।"(কোরআন ২১ঃ৯৬) **তাদের প্রথমজন তিবেরিয়াস হ্রদের (Sea of Galilee) পাশ দিয়ে যাবে এবং তা থেকে পান করবে, অতঃপর তাদের শেষজন তার পাশ দিয়ে যাবে এবং বলবে: "একসময় এখানে পানি ছিল।".....।**"(সাহিহ ইবনে মাজাহঃ ৪০৭৭;রিয়াদ আস-সালিহিন ১৮০৮)

বিদ্যুৎ নেই, পানির পাম্প বন্ধ, পানি নেই ফলে ইয়াজুজ-মাজুজ নদীর পানি, হ্রদের পানি ব্যবহার করে শেষ করে ফেলবে। এটা তো সহজেই বুঝা যায়। যদি ভূগর্ভস্থ পানি বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে তোলা না যায় তাহলে নদীর পানি, হ্রদের পানি আমরা ব্যবহার করে ৩ মাসের মধ্যেই শুকিয়ে ফেলব। পৃথিবীতে এখন যে পরিমাণ জনসংখ্যা, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা এর মধ্যে ৬৫০ কোটির কম হবে না।

"যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক টিলা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে বেড়িয়ে পড়বে।"(কোরআন ২১ঃ৯৬)" হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতের অর্থ আমার কাছে মনে হচ্ছে, বিল্ডিং থেকে ইয়াজুজ-মাজুজ নেমে আসবে। ইলেকট্রিসিটি নেই, পানি বিল্ডিং -এ উঠবে কিভাবে? পানির লাইনেও কোন পানি থাকবে না। তখন তো সবাই বিল্ডিং থেকে নেমেই আসবে আর ঝাঁকে ঝাঁকে পানির (নদীর) দিকে ছুটবে।

ইসা যখন পৃথিবীতে নেমে আসবেন তখন তার মাথা থেকে পানির ফোটা পড়তে থাকবে, মাথা উঁচু করলে তা থেকে পানির ফোটা মুক্তার মত ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। হাদিস থেকে মনে হচ্ছে, ইসা ইবনে মরিয়মকে আল্লাহ প্রকৃতির জ্ঞান দিয়ে পাঠাবেন বা মুসার সাপের জাদুকরদের সাপ গিলে খাবার মত ঘটনা আবার ঘটবে। তখন সবাই বুঝতে পারবে যে, বিজ্ঞানী নিউটন, আইনস্টাইন, ইত্যাদি যাদুকর ছিলেন।

শিরক- কুফরী করা ছাড়া জাদু করা যায় না। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের $E=mc^2$ এর মধ্যে একটি শিরক রয়েছে। কোন বস্তুর শক্তিতে পরিণত হয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব যা আল্লাহ এর সৃষ্টিকে অস্বীকার করে কারণ এই তত্ত্ব মতে, আপনি যদি একটি গাছকে শক্তিতে পরিণত করেন তাহলে সেই শক্তিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলে আপনি আবার গাছকে ফেরত পাবেন, সেই গাছ জীবিত থাকবে এবং মাটিতে লাগিয়ে দিলে গাছ বড় হবে - এটা হচ্ছে কাগজে কলমে $E=mc^2$ তত্ত্ব। এই কাজ করতে পারলে তো আপনি প্রাণ দানের অধিকারী হয়ে গেলেন। বাস্তবে এটা করা সম্ভব না হলেও বিজ্ঞানীরা তাদের কল্পনায় এমন একটি তত্ত্ব দিয়ে - তা প্রচার করছেন। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই নাকি পারমাণবিক বোমাসহ সকল পারমাণবিক প্রযুক্তি চলছে। জাদুকরদের (বিজ্ঞানীদের) সকল জাদু (টেকনোলজী) ইসা ইবনে মরিয়ম আসার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে, বিকল হয়ে যাবে। “দাজ্জাল যখন তার দিকে তাকাবে তখন সে গলতে শুরু করবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়।” নবীর এই কথার এটাই মনে হচ্ছে, সঠিক ব্যাখ্যা। লবণ আমরা সমুদ্রের পানি শুকিয়ে পেয়েছিলাম, ইসাকে দেখা মাত্রই লবণ আবার পানিতে ফিরে যাচ্ছে। অর্থাৎ সবকিছু তার পূর্বের জায়গায় ফিরে যাবে। সবকিছু বলতে আমি এখানে ইলেকট্রনের চলাচল, পরমানুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গা, হাইড্রোজেনের আইসোটোপ মিলিত হওয়াকে বুঝছি। ওরা আর নিজের জায়গা থেকে বের হবে না। যারা বের হয়েছিল সবাই যার যার জায়গায় ফেরত যাবে। ইসলাম তার পূর্বের জায়গায় ফিরে যাবে - ৬৩৩ সালে যেই ইসলাম আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। পিরতন্ত্র এবং গনতন্ত্রবিহীন ইসলাম, কোন ধরনের মিশ্রণ ছাড়া ইসলাম। আমার মতে, “দাজ্জাল যখন তার (ইসার) দিকে তাকাবে তখন সে গলতে শুরু করবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়।” --- নবীর এই কথার এটাই অধিকতর সঠিক ব্যাখ্যা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনা কি সারা পৃথিবীতে ঘটবে?

“.....।যখন সে (ইসা) মাথা নত করবে, তখন তা থেকে ঘামের ফোঁটা ঝরে পড়বে। **প্রত্যেক কাফির যে তার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ পাবে, সে মারা যাবে এবং তার নিঃশ্বাস তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।**” (সাহিহ ইবনে মাজাহঃ ৪০৭৭;রিয়াদ আস-সালিহিন ১৮০৮)

এখানে কাফির কাকে বলা হয়েছে? মনে আছে, ইসলাম কি? ইসলাম হচ্ছে স্বাভাবিক প্রবণতা বা natural instinct. অর্থাৎ প্রকৃতির যত জিনিস ইয়াজুজ-মাজুজ উলট-পালোট করেছিল অর্থাৎ যে সকল জিনিস তার স্বাভাবিক প্রবণতার উপর ছিল না - তার সবকিছু স্বাভাবিক প্রবণতায় ফিরে যাবে।

কোন পরমানু থেকে প্রোটন বের হয়ে এসে থাকলে তা আবার পরমানুতে ফিরে যাবে। কোন ইউরেনিয়াম পরমানু থেকে কোন নিউক্লিয়াস আলাদা হয়ে থাকলে তা তার পূর্বের জায়গায় ফিরে যাবে অথবা বিকল হয়ে যাবে। অর্থাৎ পরমানু ভিত্তিক সকল প্রযুক্তি যা এখন ইয়াজুজ-মাজুজ ব্যবহার করছে তা সবকিছু তাদের স্বাভাবিক প্রবণতায় ফিরে আসবে বা বিকল হয়ে যাবে - এখানে বিকল হয়ে যাবে কথাটি অধিক সঠিক কারণ হাদিসে বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক কাফির মারা যাবে অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবণতা বা natural instinct এর উপর যা কিছু থাকবে না তা বিকল হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ ও থাকবে না কারণ চলাচল করা ইলেকট্রনের মৃত্যু ঘটবে। ৬৩০ সালে পৃথিবী যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে - ইসার দৃষ্টিসীমার মধ্যে যা পড়বে তা। এটাই হচ্ছে কাফিরের মৃত্যু। তবে বাড়ি, বিন্দিংগুলো থেকে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে, এই ঘটনা সারা পৃথিবীতেই ঘটবে কারণ ইসা যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবেন তখন পৃথিবীর অনেক দূর পর্যন্ত উনার দৃষ্টি যাবে। তখন, বোমা, গুলি কিছুই চলবে না, কাজ করবে না। এমন কি সুলতান মাহমুদ-২ যে কামান - গোলা ব্যবহার করতেন সেই বারুদের গোলাও আর কাজ করবে না। জাদুর (বিজ্ঞানের) কোন কিছুই তখন চলবে না ফলে তীর-ধনুক, ঢাল -তলোয়ার আর বর্ষার যুদ্ধ শুরু হবে এবং হাদিসে বর্ণিতভাবে অর্থাৎ বর্ষার আঘাতে দাজ্জালকে ইসা ইবনে মরিয়ম হত্যা করবেন।

তারপর ইসা ইবনে মরিয়ম তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ জেরুজালেমসহ ঐ এলাকার আশে পাশে চলে আসবে এবং তারা পুনরায় পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিয়ে নিবে।

.....।"তারা আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে এবং তা রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে, আর বলবে: "আমরা পৃথিবীর মানুষদের পরাজিত করেছি এবং আকাশের অধিবাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছি।".....।(সুনান ইবনে মাজাহঃ ৪০৮০)

ইসা ইবনে মরিয়ম যে আকাশ থেকে এসেছেন তা তারা বুঝতে পারবে বলেই মনে হচ্ছে কারণ তাদের সেটেলাইট বিকল হয়ে যাবে। হাদিস পড়ে মনে হচ্ছে, ইয়াজুজ-মাজুজ ইসাকে খুঁজে না পেয়ে বা ইসাকে তারা হত্যা করেছে মনে করে এবার আকাশের দিকে তীর ছুড়া শুরু করবে। তারা হয়তো মনে করবে - এলিয়েন-রা তাদের এই অবস্থা করেছে। এজন্য তারা এলিয়েন নিয়ে কয়েক'শ মুন্ডি বানিয়ে, এই প্রজন্মকে এই ধরণের কিছুতে বিশ্বাস করানোর জন্য - ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। তারা মনে হয় জানে, The END is near. ইবলিস শয়তান এবং অন্য জীনদের সাথে এই

ব্যাপারে তাদের নিয়মিত কথা হয় বলেই মনে করি। তা না হলে, তাদের কর্মকাণ্ড হাদিসে বর্ণিত পরিস্থিতি মোকাবিলার পদক্ষেপ হিসেবে - কিভাবে মিলে যায়? পৃথিবীতে অনেক সিক্রেট সোসাইটি আছে, যেমনঃ ফ্রিমেসন। ইসা তুর পাহাড়ে যাবার পর ইয়াজুজ-মাজুজ কি জাদু (টেকনলজী) আবার ফিরে পাবে? হাদিস পড়ে বুঝা যাচ্ছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ আর কখনো জাদু (টেকনোলজি) ফিরে পাবে না কারণ কিছু না পেয়ে তারা আকশে তীর ছুঁড়ছে - বুঝতে পারছেন -তখন তাদের কি অবস্থা হবে?

*** আমি আমার আগের বই "হৃদয় থেকে হৃদয়ের কথা ইসার আগমন" এ লিখেছিলাম, ইসা আঃ কোন মিরাকল নিয়ে আসবেন না। আমার ঐ ব্যাখ্যাটা ভুল – এই কথাও বলা যায় না। মনে রাখবেন, এইগুলি হচ্ছে হাদিসের আমার ব্যাখ্যা, এগুলিকে ভবিষ্যৎবানী হিসেবে গ্রহন করবেন না। আমার ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে। ভবিষ্যতে কি হবে জানেন – একমাত্র আল্লাহ। এতটুকু বুঝা যাচ্ছে যে, ইসা ইবনে মরিয়ম পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করবেন না তবে তিনি হয়তো অন্য কোন শক্তিশালী মিসাইলও ব্যবহার করতে পারেন।

*** হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত এই অধ্যায়টি লেখার পর আমার কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে। কিন্তু যারা আমার 'মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ-মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইটি পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন – এই বইয়ে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটি সম্ভবত উক্ত হাদিসের সবচেয়ে সঠিক ব্যাখ্যা।

*** হাদিস থেকে আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, ইসাকে দেখামাত্র দাজ্জালের - লবনের পানিতে গলে যাবার মত গলে যাওয়ার ঘটনা হচ্ছে, কিছু টেকনোলজীর ক্ষেত্রে লবণ পানিতে ফিরে যাওয়ার মত হবে; উদাহরনঃ প্রোটন আবার পরমানুতে ফিরে যাওয়া। আবার কিছু টেকনোলজির ক্ষেত্রে সেই টেকনোলজির মূলনীতির মৃত্যু হবে যেমনঃ ইলেকট্রনের মৃত্যু হয়ে তার চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া ফলে বিদ্যুৎ থাকবে না।

*** ইসাকে আটকানোর মত কিছু কি আপনারা আবিষ্কার করতে পারবেন আর আমরা তো ইসার দলের লোক। আমাদেরকে ইসা ইবনে মরিয়ম কিসের সংবাদ দিবেন জানেন কি?

".....অতঃপর তিনি (ইসা ইবনে মরিয়ম) দাজ্জালকে খুঁজবেন যতক্ষণ না তিনি লুদের (জেরুজালেমের নিকটবর্তী গ্রাম) দরজায় তাকে ধরে ফেলবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে (দাজ্জাল থেকে) রক্ষা করেছিলেন, তারা ইসা ইবনে মরিয়মের (আঃ) কাছে আসবেন এবং তিনি তাদের মুখ মুছে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন....." (রিয়াদ আস সালিহিনঃ ১৮০৮)

মুহাম্মাদ সাঃ পৃথিবীতে থাকতেই কিছু সাহাবীকে জাম্মাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আবার ঘটবে। যারা গনতান্ত্রিক ইসলাম এবং পীরতান্ত্রিক ইসলামকে অস্বীকার করেছে এবং মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম গ্রহন করেছে এবং প্রচার করেছে তারাই হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জাল হতে নিরাপদ রেখেছেন।

ইসলামের নামে পীরদের হত্যা করবেন না, বোমা ফুটাবেন না

অনুগ্রহ করে, ইসলামের নামে পীরদের হত্যা করবেন না। ইসলামের নামে বোমা ফুটাবেন না। আমরা বহু কষ্ট করে, ইসলাম প্রচার করি। কিন্তু কিছু মূর্থ আমাদের সকল চেষ্টাকে ধ্বংস করে দেয় – চরমপন্থী কাজ করে। এদের চরমপন্থি কাজের জন্য মানুষ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই ধরনের কাজে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ এবং ইসরায়েলের মোসাদ জড়িত থাকে কি না - সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।

যে কেউ যদি কুফরী করে তাহলে, তাকে ইসলামের দিকে ডাকুন। তাকে জ্ঞান দান করুন। সে যদি সঠিক পথে না আসে তাহলে তাকে তার বিশ্বাসের উপরই থাকতে দিন। চরমপন্থা গ্রহন করবেন না। বাংলাদেশে তৌহীদি জনতার নামে একটা ভ্রান্ত দল এসেছে। এদের মধ্যে কিছু কওমি মাদ্রাসা থেকে পাস করা মূর্থ আলেমও থাকে। এরা ইসলামের নামে না না ধরনের অপকর্ম করে। এরাই হচ্ছে চরমপন্থি। এরা যদি আমাকে খুঁজে পায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই হত্যা করে ফেলবে।

কেউ যদি মুহাম্মাদ সাঃ কে গালি দেয়, আল্লাহকে গালি দেয়? তাহলে কি করবো?

আপনি নিজে কি মুহাম্মাদ সাঃ এর কথা মানেন? আপনি নিজে কি মুহাম্মাদ সাঃ এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান নি? আপনি নিজেই তো মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলামের সাথে গণতন্ত্র মিশিয়ে ইসলামকে বিকৃত করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাঃ এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। আপনি কি শিরকমুক্ত ইসলাম প্রচার করেন?

যারা আল্লাহকে গালি, মুহাম্মাদ (সঃ) কে গালি দেয়, ইসলাম নিয়ে অশালীন কথা বলে তারা ইসলামের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসার সময় পাবে। যখন ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন বিচারক (কাজী) কোরআন, হাদিস অনুযায়ী তাদের বিচার করবেন। কোরআনে এটাই বলা আছে এবং এটাই নবীর সাঃ সুন্নত। মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই ধরনের কাজের কারণে কাউকেই শাস্তি দেন নি।

“এবং নিশ্চয়ই তিনি কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের আদেশ করছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফরী করা হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা (উপহাস) করা হচ্ছে, তখন তাদের (অবিশ্বাসী) নিকট বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হয়, নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে, নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” (সূরা নিসা ১৪০)

যারা ইসলাম নিয়ে, কোরআন নিয়ে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ কে নিয়ে উপহাস করে তাদের ব্যাপারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবার আগ পর্যন্ত এটাই আল্লাহ এর হুকুম। আপনি তাদের কথা শুনবেন না, তাদের কাছে বসবেন না, তাদেরকে এড়িয়ে চলবেন। কিন্তু অনেক শিক্ষিত লোকও এই জিনিসটা বুঝেন না। ইসলামের আইনগুলো আবেগ নির্ভর নয়।

আপনি একটি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করছেন। এটা কোন ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। আমার মতামত হচ্ছে, মুসলিমরা LGBTQ এর অধিকার নিয়ে মিছিল হলে তাতে বাধা দেয়ার কোন দরকার নেই বরং আমরা তো চাই, LGBTQ এর পক্ষে যদি তারা কথা বলার অধিকার পায় তাহলে আমাদেরকেও গনতন্ত্রবিহীন, পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রচার করার সুযোগ দিতে হবে। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলের নিজের মতাদর্শ, বিশ্বাস প্রচার করার অধিকার আছে।

অনুগ্রহ করে ইসলামের নামে পীরদের হত্যা করবেন না, বোমা ফুটাবেন না। ইসলামের নামে ধ্বংসাত্মক কাজ করবেন না। গনতন্ত্রবিহীন ও পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রচার করুন। ধৈর্যের চেয়ে দামী কিছু আপনাকে কখনোই দান করা হবে না।

খ্রিস্টানদের প্রতি আহবান

রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন হচ্ছেন কোরআনে বর্ণিত জুলকারনাইন। আপনারা তো কন্সটান্টাইনকে সম্মান করেন, ভালোবাসেন কারণ তিনি পৈতৃলিকদের নির্যাতন থেকে ইসার অনুসারীদের বাঁচিয়েছিলেন। আমরাও রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইনকে ভালোবাসি কারণ তিনি ইসার অনুসারীদের পৈতৃলিকদের ও যাদুকরদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছিলেন। তোমরা যদি সত্যিই ইসাকে ভালোবাসো তাহলে তোমরা আমাদের কোন ক্ষতি কখনো করতে পারো না। তোমরা যদি সত্যিই রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইনকে ভালোবাসো তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবেই দাউজালের (ইসরায়েলের) মোকাবিলায় আমাদের সাথেই থাকবে। আমরা সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে। তোমরাও সত্য ও ন্যায়ের

পক্ষে থাকবে - এই আশাই আমরা করি। ইসা ইবনে মরিয়মকে কারা অস্বীকার করেছিল? ইসা ইবনে মরিয়মকে কারা হত্যা করতে চেয়েছিলো? এখন কারা গাজায় শিশুদের হত্যা করেছে এবং করছে? আমরা কোন শিশুকে অনাহারে দেখতে চাই না। সেই শিশু খ্রিস্টান হোক বা ইহুদী হোক বা হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক। আমরা তো ইসা ইবনে মরিয়মের দলের লোক। এখন আপনারা কি ইসার দলে যোগ দিবেন না ইসার শত্রু দাউজালের (ইসরায়েলের) দলে যোগ দিবেন? এই সিদ্ধান্ত আপনাদের। আল্লাহ ইসার দলকেই বিজয়ী করবেন।

"He said: "Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) to thee the **gift of a holy son.**"(Quran:19:19) Quran translated by Abdullah Yusuf Ali.

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ্ এর 'নেতানিয়াহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গিফট অফ গড'। তাহলে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ্ নামের অর্থ "বেনিয়ামিন আল্লাহ এর উপহার"। ইসা হচ্ছেন মরিয়মের প্রতি 'আল্লাহ এর উপহার'। আমরা বিশ্বাস করি, ইসা ইবনে মরিয়ম হচ্ছেন আল্লাহ এর উপহার আর বেনিয়ামিন হচ্ছে দাউজাল (Anti Christ).

এত বড় প্রমাণ থাকার পরও কিভাবে খ্রিস্টানরা দাউজালের (ইসরায়েলের) পক্ষ নিবে - তা আমার বোধগম্য নয়। O my Christian brothers, there is no option for you but to join the party of Isa ibn Maryam against Dajjal (Israel). We have already joined the party of Isa ibn Maryam against Dajjal (Israel).

এদিকে ভারতে নরেন্দ্র মোদী নিজেকে 'Divine Origin' এর বলে দাবী করেছেন। News18 এ দেয়া এক প্রশ্নের উত্তরে মোদী এই দাবী করেন। তিনি বলেন যে, তিনি জৈবিকভাবে পৃথিবীতে আসেন নি। সৃষ্টিকর্তা তাকে choose করেছেন। নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমার মা যখন বেঁচে ছিলেন, আমি বিশ্বাস করতাম যে আমার জন্ম জৈবিকভাবে হয়েছে। তিনি মারা যাওয়ার পর, আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি যে ঈশ্বরই আমাকে পাঠিয়েছেন। এই শক্তি আমার জৈবিক শরীর থেকে আসতে পারে না, বরং ঈশ্বরই আমাকে তা দান করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা, অনুপ্রেরণা এবং সদিচ্ছা দিয়েছেন... আমি একটি মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নই। তাই, আমি যখনই কিছু করি, আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরই আমাকে পথ দেখাচ্ছেন।)" (বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এটি ছিল সেই একই সাংবাদিকের পাঁচ বছর আগে করা একটি প্রশ্নের উত্তর, "আপনি ক্লান্ত হন না কেন?" (When my mother was alive, I used to believe that I was born biologically. **After she passed away, upon reflecting on all my experiences, I was convinced that God has sent me. This energy**

could not be from my biological body, but was bestowed upon me by God. I believe God has given me abilities, inspiration, and good intentions for a purpose... **I am nothing but an instrument.** That's why, whenever I do anything, I believe god is guiding me.)" [Emphasis added]. This was an answer to a question which the same journalist had asked five years ago, "(Why don't you get tired?)" (ref: <https://thewire.in/politics/> published on 23May,2024)

নরেন্দ্র মোদী যে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে মোদী সরকার গণহারে খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে, তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে ফেলছে, জেল দিচ্ছে, হত্যা করছে। (In India, The Christian persecution in 2025 saw nearly 900 cases of physical assaults, disruptions, and threats, a surge from previous years.)

হে আমার খ্রিস্টান ভাইয়েরা, এই সকল দাজ্জালদের বিরুদ্ধে ইসা ইবনে মরিয়মের দলে যোগ দিতে তোমরা কেন দেরি করছো? ইরানকে ছেড়ে দাও। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং নরেন্দ্র মোদী নামের দুই দাজ্জালকে নিষ্ক্রিয় করতে ইসা ইবনে মরিয়মের দলে যোগদান করো।

গনতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র হচ্ছে একনায়কতন্ত্রের পরিশীলিত রূপ। একটি ভূখণ্ডের জনগণ যখন ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করে তখন মূলত তারা চার বা পাঁচ বছরের জন্য একজন একনায়ককে নির্বাচিত করে। এই একনায়ক এই পাঁচ বছর যা খুশী করতে পারে। সংবিধান নামে তাদের যে ধর্মগ্রন্থ আছে তা পরিবর্তন করতে পারে বা সংবিধানের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দিয়ে যা খুশী তা করতে পারে। নির্বাহী আদেশ দিয়েও তারা অনেক কিছু করতে পারে।

গনতন্ত্র হচ্ছে মূলত পাঁচ বছরের জন্য একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এখন বিএনপি যা করেছে তাকে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কি বলবেন আপনি? হাসিনা যা করেছে তাকে একনায়কতন্ত্র ছাড়া আর কি বলা যায়? ফেশিজম?

এখন আপনি বলবেন, ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের কথা। ঐ সব দেশে কিছুটা গনতন্ত্র থাকলেও সারা পৃথিবীতে তারা কি একনায়কতন্ত্র চালায় না? যখন যেই দেশ ইচ্ছা তখন সেই দেশে হামলা করে দখল করে নেয়। আফ্রিকান অনেক দেশের তেল কুপের মালিক এখনো ফ্রান্স। পশ্চিমা দেশের

তেল কোম্পানিগুলো আফ্রিকান দেশগুলোর তেল কুপের মালিক – এটা হচ্ছে তাদের গনতন্ত্রের নমুনা।

পৃথিবীর কোথাও গণতন্ত্র নেই, আছে গনতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্র। গনতন্ত্রের মাধ্যমে কোন জাতি বা পৃথিবী কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না কারণ এই সিস্টেমে এক দল থাকবে শাসক, আরেক দল থাকবে শাসিত।

ইসলামে কোন শাসক বা শাসিত নেই কারণ এই সিস্টেমে আল্লাহ এর আইন দিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী চলবে। কোন শাসকের ইচ্ছামত কিছুই চলবে না। যদি কোন মুসলিম শাসক নিজের ইচ্ছামত শাসন করে? আপনারা কি হোসাইন বিন আলী রাঃ এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের রাঃ কথা ভুলে গেছেন?

অমুসলিমদের ভালো কাজের প্রতিদান

সত্য হৃদয়ের অধিকারী, সত্যবাদীদের আল্লাহ আগুনে দিবেন না - সে বর্তমানে ইসলাম থেকে যত দুরেই থাকুক না কেন; আল্লাহ তাকে কালিমা গ্রহণ করাবেন এবং জান্নাতে নিয়ে যাবেন। বেড়ালের মা যেমনি আদর করে তার শিশু সন্তানদের ঘাড়ে ধরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়, তার চেয়ে কোমলভাবে আল্লাহ সত্য হৃদয়ের অধিকারী, সত্যবাদীদের ঘাড়ে ধরে কালিমা পড়িয়ে, জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

হাকিম ইবনে হিয়াম বর্ণনা করেছেন: তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, "জাহেলিয়াতের সময়ে আমি যে ভালো কাজগুলো করতাম, সে সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? আমি কি তার থেকে কোনো প্রতিদান পাব?" নবী (সাঃ) বললেন, "তুমি তোমার পূর্বের সৎকর্মের বিনিময়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ।" সহীহ মুসলিম ১২৩

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের বলে দেব না যে, (জাহান্নামের) আগুন কাকে স্পর্শ করা হারাম? এমন মানুষকে স্পর্শ করা হারাম যে সর্বদা সহজলভ্য (easy going, easy to reach) এবং যার স্বভাব (ব্যাবহার) নম্র ও কোমল।" রিয়াদ আস-সালিহিন ৬৪১

".....এবং আল্লাহ এর দয়া থেকে নিরাশ হইয়ো না কারণ অবিশ্বাসী ছাড়া কেউই আল্লাহ এর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফঃ ৮৭)

আত্মসম্মান

- ডক্টর ইউনুস সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?

- সবাই তো উনাকে সেকুলার, সুদখোর বলে।

- তুমি তো দেখি মুল্লাদের মত ননসেন্স টাইপ কথা বলছ। প্রফেসর ইউনুস আমেরিকায় লেখাপড়া করেছেন, গ্রামিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন, জীবনে কত চলেঞ্জ মুকাবিলা করেছেন। কত জ্ঞানী, গুণী মানুষের সাথে মিশেছেন, কত বই পড়েছেন, তা জানো?

- কই না, জানি না তো।

- জানবে কিভাবে - আচ্ছা থাক আর কিছু বললাম না। শুনো, প্রফেসর ইউনুস উনার জাতিকে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে একটি কথাই বার বার বলেছেন, "আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।"

- হুম, বলেছেন।

- কিছু বুঝো? এটা হচ্ছে উনার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের ফলাফল যা উনি উনার জাতিকে বার বার বলেছেন - তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা থাকার সময়। উনি তো মাদ্রাসায় পড়েন নি, তাহলে উনি কিভাবে ইসলামের মূল একটি কথা বলে ফেললেন? ইসা ইবনে মরিয়ম যে মিনারে নেমে আসবেন আর মিনার বলতে যে ঐক্য বুঝাচ্ছে - সেটা তো ইউনুস সাহেব জানতেন না তাহলে তিনি কিভাবে বুঝলেন যে, ঐক্য এত important?

- তাই তো? অথচ বাংলার ভণ্ড আলেমদের মতে, ঐ বেটা বিশ্বের সেরা সুদখোর। উনি নাকি বাংলার ঘরে ঘরে সুদ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আরও কত কথা।

- উনি কারো থেকে সুদ খেয়ে ধনী হতে চান নি, উনি চেয়েছিলেন মানুষের দারিদ্রতা দূর করতে। কিন্তু একটা সিস্টেমকে চালাতে হলে তো টাকা লাগবে, structure লাগবে, এই টাকা উনি কোথায় পাবেন। আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে ইসলাম মেনে তুমি চলতে পারবে না। ইউনুস সাহেব এবং উনার মত লোকদের সাথে জান্নাতের দূরত্ব এতটুকু যে, উনারা কালিমা গ্রহন করবেন আর জান্নাতে চলে যাবেন। উনারা কোরআন, হাদিস না পড়েই কোরআন, হাদিসের মূল বিষয়গুলো জেনে ফেলেছেন এবং সারা জীবন অনুসরণ করেছেন। মানবিকতা, ন্যায় বিচার, সততা, সত্যের পথে থাকাই হচ্ছে ইসলামের মূল বিষয়।

আমি যদি কিয়ামতের দিন দেখতে পাই যে, প্রফেসর ইউনুস, মাহফুয আনাম, মতিউর রাহমান, নুরুল কবির, পিনাকি ভট্টাচার্য, এসকে সিনহা, মাহমুদুর রাহমান, জেনারেল ওয়াকার, জেনারেল ইকবাল করিম ভুইয়ার মত লোকেরা জান্নাতে যেতে পারছে না - তাহলে কষ্ট পাবো। আল্লাহ সত্য

হৃদয়ের অধিকারী, সত্যবাদীদের কখনো আগুনে পোড়াবেন না। কালিমাই সত্য, সত্যই কালিমা।
তুমি কি কোন রাজার আইন মেনে জীবন চালাবে?

- সম্ভব না। আমার শিক্ষা, আমার জ্ঞান কখনো আমাকে অন্য কোন মানুষের আইন-হুকুম মেনে
চলতে দিবে না। এটা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার মত একজন মানুষ – আমাকে হুকুম করবে
আর আমি তার হুকুম মেনে চলব – তা হতে পারে না।

- এটাই তো ইসলাম। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো আইন আমরা মানব না। আল্লাহ এর রসূল সাঃ
ইহুদীদের বিচার করতেন তাদের ধর্মগ্রন্থ দিয়ে – কোন মানুষের দেয়া আইন দিয়ে নয়। তুমি নিশ্চয়ই
ঐ হাদিসটি পড়েছ যে, "আল্লাহ এর আত্মমর্যাদা আছে, একজন বিশ্বাসীরও আত্মমর্যাদা আছে"।
আল্লাহ এর কোন সৃষ্টি (মানুষ) আল্লাহকে হুকুমদাতা না মেনে তার অন্য সৃষ্টিকে (অন্য মানুষকে)
হুকুমদাতা মানবে - এটা কি আল্লাহ এর পক্ষে মানা সম্ভব? তোমার হৃদয় কি বলে?

- নাহ, আল্লাহ এর পক্ষে এটা মানা সম্ভব নয়। আল্লাহ আমার চুরি করা, প্রেম করা, জিপ্সের প্যান্ট,
গেঞ্জি পড়া, মুভি দেখা মানতে পারেন কিন্তু এটা তিনি কিভাবে মানবেন যে, আমি তাকে বাদ দিয়ে
তার সৃষ্টিকে হুকুমদাতা মানবো?

- তুমি কি মানতে পারবে যে, তোমার মতই একজন মানুষ তোমাকে হুকুম করবে আর তুমি তার
হুকুম মত জীবন চালাবে?

- আমার মাথা খারাপ হয় নাই। আমি নিজেকে এত ছোট মনে করি না। আমার মত কোন মানুষ
এসে বলবে - এটা করতে পারবে, ঐটা করতে পারবে না আর আমি তার হুকুম মত জীবন চালাতে
থাকব – এটা কখনো হবে না। আমার আত্মসম্মান আছে।

- এটাই তো ইসলাম। এটাই তো কালিমা। তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মানবে না, তুমি
আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম মানবে না। তুমি কোন মানুষের কাছে ছোট হয়ে থাকবে না।

এখন ট্রাম্প যদি ইউনুস স্যারকে বলেন, "কিসের 'থ্রি জিরো'; সারা দুনিয়ার সকল তেল, সম্পদ
আমেরিকা ভোগ করবে, অন্যরা ফকির হয়ে থাকবে" - তাহলে ইউনুস স্যার কি এটা মানবেন?
মানবেন না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এম্মানুয়েল ম্যাক্রোও মানবেন না। আল্লাহ তোমার হৃদয়ে সবকিছু
দিয়ে দিয়েছেন। তুমি যে তোমার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করার জন্য নও – তা তোমার
হৃদয় জানে। তোমার সৃষ্টিকর্তা ন্যায়বান, তিনি কখনো এই কথা বলেন নি যে, দুনিয়ার সম্পদ শুধু
মুসলিমদের জন্য বরং তিনি তাকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকেও সম্পদের অধিকার দিয়েছেন।
তুমি মুসলিম হলেও কখনো একজন অমুসলিমের জমি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই হচ্ছে তোমার
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আইন।

অনেকে বলেন, আল্লাহ সবাইকে জান্নাত দিয়ে দিলেই পারেন, উনার তো ক্ষতি হবে না। উনার তো কিছু কমবে না। তাহলে ন্যায়বিচার থাকল কোথায়? তুমি আরেকজনের জমি নিয়ে নিবা, ধর্ষণ করবা, খুন করবা আবার তোমাকে আল্লাহ জান্নাত ও দিয়ে দিবেন – তাহলে তিনি ন্যায় বিচার করলেন কোথায়? যাদের হৃদয়ে সত্য আছে, যারা সত্য পথের পথিক তাদেরকে আল্লাহ কালিমা পড়িয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবেন- এই বিষয়ে আপনাকে টেনশনও করতে হবে না - কিন্তু আপনি কি আসলেই সত্য পথের পথিক, আমার হৃদয়ে কি সত্য আছে? আমি কি সর্বদা সত্য কথা বলি? --- এটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।

কিছু বুদ্ধিজীবী বলবেন, আমি অন্য কোন মানুষের কাছে কিভাবে ছোট হয়ে থাকলাম? আমি তো নিজেই ঐ ব্যক্তিকে আইনদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। আমার ক্ষমতা তো ওর চেয়ে বেশী, আমি নিজেই আইনদাতা নিযুক্ত করি।

- তাই? আপনি পাঁচ বছরের জন্য ঐ লোকের গোলামী করার চুক্তি তার সাথে করছেন – ভোট দিয়ে আইনদাতা নিযুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, আগামী পাঁচ বছর আপনি ঐ লোকের আইন-হুকুম মেনে চলবে, তার গোলামী করবেন।

- সমস্যা কি, পাঁচ বছর পর আবার অন্য আরেকজনকে আইনদাতা, হুকুমদাতা বলে নিযুক্ত করে নিবো। পরবর্তী পাঁচ বছর আবার ঐ আইনদাতার আইন-হুকুম মানব, তার গোলামী করব।

- এই ক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে, আপনার সাথে আমার কালিমার মাধ্যমে পার্থক্য হবার আগেই অন্য একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়ে গেছে। আপনার সাথে আমার পার্থক্য হয়েছে এই ক্ষেত্রে যে, আপনার আত্মসম্মান নাই আর আমার আত্মসম্মান আছে। আমার আত্মসম্মান আমাকে কালিমা গ্রহন করিয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: আল্লাহ এর আত্মসম্মান আছে এবং একজন বিশ্বাসীরও আত্মসম্মান আছে এবং যদি কোন বিশ্বাসী এমন কাজ করে যা তিনি তাকে করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে আল্লাহর আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। (সহীহ মুসলিম ২৭৬১ক)

দাজ্জালের চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

আমরা যখন দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন: 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের কথা বলব না, যা দাজ্জালের চেয়েও তোমাদের জন্য আমার কাছে বেশি ভয়ের?' আমরা বললাম: 'জি।' তিনি বললেন: 'গোপন শিরক, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যকে দেখানোর জন্য সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায় এবং তা দেখতে সুন্দর করে তোলে।'" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪২০৪)

আমার প্রথম বই 'মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' অনলাইনের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সালে। তারপর থেকে অনেকেই আমার বই পড়েছেন। যেহেতু আমার বইয়ে এমন তথ্য আছে যা, আমার জানামতে, এর আগে কেউই বলেনি। তাই অনেকেই বইগুলো প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আপনারা আমার বইগুলো প্রকাশ করতে পারেন। বইয়ের নাম পরিবর্তন করে, বইয়ের লেখকের নাম পরিবর্তন করেও প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু বইগুলো সম্পূর্ণ প্রকাশ করবেন। কোন অংশ বাদ দিবেন না। যেমনঃ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদটি দাজ্জালের পদ। এই সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণসহ আপনি বই বের করলেন। বই অনেক বিক্রি হল, আলেম হিসেবে আপনাকে সবাই চিনল, আপনি বিখ্যাত হলেন কিন্তু লাভ কি হল? গনতন্ত্র মিশ্রিত ইসলাম যে দাজ্জালের মতাদর্শ, পিরতন্ত্র মিশ্রিত ইসলাম যে দাজ্জালের মতাদর্শ -সেটা তো মানুষ জানল না। বাংলাদেশে যে দাজ্জালের শাসন চলছে, জামাতে ইসলামী যে দাজ্জাল এগুলো-তো সে জানল না। আল সউদ রাজপরিবার যে দাজ্জাল – এটা তো সে জানলো না। ফলে সে শিরকমুক্ত হতে পারল না। এভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়া তো গুনাহ।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, আপনি তো হাজার হাজার দাজ্জালের কথা বলছেন, এত দাজ্জাল কোথা থেকে আসলো? দাজ্জাল হওয়া এক বিষয় আর দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া ভিন্ন বিষয়। দাজ্জালের সংখ্যা হাজার হাজার কিন্তু তাদের মধ্যে সবাই দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবে না। মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল বইটি পড়ে নিন।

আমি কে? আসমানের নিচে, জমিনের উপরে আমি সবচেয়ে দুর্বল মুসলিম। আমাকে কেউ কোন দিন ইউটিউবে দেখেননি, টিভিতে দেখেন নি, আমার প্রকৃত নাম কোনদিন কোন অনলাইন বা

অফলাইন মিডিয়ায় আসেনি। আমি আমার ভাইদের Stranger হিসেবে পরিচয় দিতেই আনন্দ পাই, আল্লাহ আমাকেও Stranger হিসেবে কবুল করে নেক। আমিন।

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের বিরুদ্ধে বিচার ঘোষণা করা হবে, তারা হবে এমন এক ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর অনুগ্রহসমূহ জানিয়ে দেবেন এবং সে তা চিনতে পারবে। [আল্লাহ তাআলা] বলবেন: আর তুমি সেগুলোর ব্যাপারে কী করলে? সে বলবে: আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করেছি এবং শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ - তুমি তো শুধু এইজন্যই যুদ্ধ করেছ যাতে লোকে বলে: সে সাহসী। আর তাই বলা হয়েছিল। তারপর তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। [আরেকজন] হবে এমন এক ব্যক্তি যে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে, তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত করত। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর অনুগ্রহসমূহ জানিয়ে দেবেন এবং সে তা চিনতে পারবে। [আল্লাহ তাআলা] বলবেন: আর তুমি সেগুলোর ব্যাপারে কী করলে? সে বলবে: আমি ধর্মীয় জ্ঞান অধ্যয়ন করেছি, তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ - তুমি তো ধর্মীয় জ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলে শুধু এইজন্য যে, লোকে বলবে: সে জ্ঞানী। আর তুমি কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে শুধু এইজন্য যে, লোকে বলবে: সে একজন তিলাওয়াতকারী। আর তেমনই বলা হয়েছিল। অতঃপর তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। [আরেকজন] হবে এমন এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধনী বানিয়েছিলেন এবং সব ধরনের সম্পদ দিয়েছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর অনুগ্রহসমূহ জানিয়ে দেবেন এবং সে তা চিনতে পারবে। [সর্বশক্তিমান] বলবেন: আর তুমি সেগুলো নিয়ে কী করলে? সে বলবে: আমি এমন কোনো পথ (বাকি) রাখিনি, যে পথে আপনি অর্থ ব্যয় করতে পছন্দ করেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য সে পথে ব্যয় না করে। তিনি বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ - তুমি তো তা করেছিলে শুধু এইজন্য যে, লোকে বলবে: সে দানশীল। আর তেমনই বলা হয়েছিল। অতঃপর তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (এছাড়াও তিরমিযী ও নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন)।
সূত্র : হাদিস ৬, ৪০ হাদিস কুদসী

*** আমার বই 'হৃদয় থেকে হৃদয়ের কথা - ইসার আগমন' -এ উল্লেখিত - ইসাকে যে আল্লাহ মরিয়মের কাছে উপহার হিসেবে দিয়েছেন - সেটা অনেকেই খুঁজে পান নি কারণ আপনারা বাংলা অনুবাদ দেখেছেন। আরবি একটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ থাকে।

"He said: "Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) to thee the **gift of a holy son.**"(Quran:19:19) Quran translated by Abdullah Yusuf Ali.

He responded, "I am only a messenger from your Lord, 'sent' to bless you with a pure son."
(Quran 19:19) The Clear Quran by Dr. Mustafa Khattab.

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর নেতানিয়াহু অর্থ হচ্ছে 'গিফট অফ গড'। তাহলে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নামের অর্থ "বেনিয়ামিন আল্লাহ এর উপহার"। ইসা আঃ হচ্ছেন মরিয়মের প্রতি আল্লাহ এর উপহার। আমরা বিশ্বাস করি, ইসা ইবনে মরিয়ম হচ্ছেন আল্লাহ এর উপহার আর বেনিয়ামিন হচ্ছে দাজ্জাল (Anti Christ).

*** হাদিসে আছে, দাজ্জাল দেখতে আবদুল উজ্জা ইবনে কাতানের (Abdul Uzza ibn Qatan) মত হবে। এত এত দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কেউ দেখতে আবদুল উজ্জা ইবনে কাতানের মত ছিল কি না - তা বলা মুশকিল। আবার এমন হতে পারে যে, এই দাজ্জালটি এখনো আবির্ভূত হয়নি, ভবিষ্যতে হবে।

*** বইটিতে যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তা বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তবে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। গল্পের আকারে ইসলাম বুঝানোর জন্য এই সকল কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।

*** বইটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকল। বইটির pdf link খুব সহজেই অন্যদের সাথে শেয়ার করা যায়।

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তার মধ্যে ভালো কিছু থাকলে তা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে আর ভুল বা মন্দ কিছু থাকলে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।